শ্রীঅরুণকুমার রায় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এই লেখকের অন্যান্য নাট্যগ্রন্থ

গণ নাটক (পাঁচটি একাঙ্ক সঙ্কলন)
গণনাট্যের নাটক (সম্পাদিত চারটি একাঙ্ক)
পালা বদল (পূর্ণাঙ্গ)
জুলিয়াস ফুচিক (পূর্ণাঙ্গ)
সংগ্রামের নাটক (তিনটি একাঙ্ক সঙ্কলন)
তুমি আমি সবাই (তিনটি একাঙ্ক সঙ্কলন)
সৌপ্তিক (একাঙ্ক)

ভূমিকা

যখন লিখি তখনও জানতাম না ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে যে দিন প্রথম অভিনয় হয়ে গেল সেদিনই বুঝলাম নাটকটা দর্শকের মধ্যে কি আগ্রহ, উৎসাহ, বিতর্ক ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বহুজন এসে অভিনন্দন জানালেন, উৎসাহ দিলেন এবং নিরবচ্ছিন্ন অভিনয় করে যাওয়ার পরামর্শও দিলেন। একদিন রঙ্‌মহলে অভিনয় শেষে প্রবীণ ও খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় তো গ্রীণরুমে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে চুমুই খেয়ে বসলেন। সেই বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানীয় আবেগে থর্‌থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "চির, বহুকাল এমন সিরিয়াস পজিটিভ নাটক দেখিনি। এমন জটিল বিষয় নিয়ে যে নাটক হয় তা কল্পনাও করিনি। তোদের জয় হোক।" গর্বে, আনন্দে সেদিন বুক ভরে উঠেছিল।

তারপর বুদ্ধিজীবী অনেকেই সোচ্চারে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, আজকের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সন্ধিমুহূর্তে এমন নতুন রীতির ঋজু বক্তব্য সমন্বিত নাটকের নাকি খুবই দরকার ছিল।

বিতর্ক ও আলোড়নের মধ্য দিয়ে 'বিবসনা বৃহন্নলা' দু'বছর একটানা রঙ্গনা, আকাডেমী, মুক্ত অঙ্গন, রঙ্‌মহল সহ বিভিন্ন অঞ্চলের মঞ্চে ও খোলা আকাশের নীচে তিরিশ বারেরও বেশী অভিনয় হয়ে গেছে। যেখানেই অভিনয় হয়েছে, সেখানেই সব শ্রেণীর, সব পেশার মানুষের কাছ থেকে পেয়েছে ইতিবাচক মতামত ও শুভেচ্ছা। কেউ কেউ বলেছেন, গণনাট্যের পতাকায় এক নতুন রীতির একসপেরিমেণ্ট ; কেউ বলেছেন-- এই সময়ে নাকি এই বক্তব্যেরই খুব দরকার ছিল।

পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রগুলি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, নিন্দা করেছে, পারস্পরিক মত প্রকাশ ও বাদানুবাদও করেছে, নাটকের কনটেন্ট, ফিলসফি, ফর্ম ও প্রেজেনটেশান নিয়েও কথা উঠেছে কিন্তু সব তর্ক ছাপিয়ে সাধারণ দর্শকের মনেপ্রাণে এই নাটক ভালো লেগেছে, প্রযোজনার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বেশ কিছু বিদেশী দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে—এটাই বড় কথা।

এই নাটক আদ্যন্ত রচনায় আমাকে ঘনিষ্ঠ শিক্ষকের মত সহযোগিতা দিয়েছেন 'চতুষ্কোণ'-এর যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅরুণকুমার রায়। তাঁর যুক্তি, পাণ্ডিত্য, পরামর্শ এই নাটকের বিষয়-বক্তব্যে, চরিত্রের প্রাণের তন্ত্রীর সাথে মিশে আছে। প্রশংসার উচ্ছ্বাস থেকে তিনি আমায় আড়াল করেছেন, আবার বিরূপ সমালোচনার তীক্ষ্ণ শর থেকে ঢাল পেতে আমায় রক্ষা করেছেন। ভালোবাসার এতবড় উদার মানুষকে আমি এই নাটক উৎসর্গ করা ছাড়া আর কিই বা দেব।

এই নাটক রচনা ও অভিনয় চলাকালীন সময়ে নাট্য ও সাহিত্য জগতের অনেক বিশিষ্টজনরা আমায় নানা মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে স্মর্তব্য—সুধী প্রধান, মন্মথ রায়, উৎপল দত্ত, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, মিহির সেন, নারায়ণ চৌধুরী, নেপাল মজুমদার, আবদুল্লাহ রসুল, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডঃ প্রভাত গোস্বামী, জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, অরুণ মুখোপাধ্যায়, জ্যোছন দস্তিদার, অরুণ চক্রবর্তী, সাধন গুহ, সমর মুখোপাধ্যায়, লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়, নবকুমার ভট্টাচার্য, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল সাহা, অসিত বসু, খালেদ চৌধুরী, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, জীবন চক্রবর্তী, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, বিমান বসু, তপোবিজয় ঘোষ, কণক বক্সী, ডাঃ অজয় ঘোষ, শশাংক গঙ্গোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দাস, কণক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী ও আরও

অনেকে। এঁদের সবার কাছেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। গণনাট্য সংঘের সীমান্তিক শাখার শিল্পী বন্ধুরা বহু ঝড় বাদল মাথায় নিয়ে এই নাটক প্রযোজনা করেছেন—তাদের শুধু কৃতজ্ঞতা জানালে ছোটই করা হবে। ডঃ অশোক ভট্টাচার্য ও মুকুল ভট্টাচার্যকে এই নাটক প্রকাশের জন্য এবং সব্যসাচী দাশগুপ্তকে (বুড়ো) অনেক অনেক ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিএ/১৪২, সল্ট লেক
কলকাতা-৬৪

চিররঞ্জন দাস

কুশীলব

কুণাল বসু ॥ মধ্য বয়স্ক, খ্যাতিমান নাট্যকার ও পরিচালক
দীপচাঁদ শেঠ ॥ অভিজ্ঞ ঝানু ব্যবসায়ী
বাসুদেব বাবু ॥ পেশাদারী মঞ্চের মালিক ও প্রযোজক
যজ্ঞেশ্বর সরকার ॥ কুণাল বসুর কল্পনার চরিত্র
সর্বেশ্বর সরকার ॥ কুণাল বসুর কল্পনার চরিত্র ও যজ্ঞেশ্বরের ভাই
তাপস ॥ ঐ। যজ্ঞেশ্বরের বড় ছেলে
বাদল ॥ ঐ। যজ্ঞেশ্বরের মেজ ছেলে
বিজন ॥ ঐ। যজ্ঞেশ্বরের ছোট ছেলে
পুতুল ॥ ঐ। যজ্ঞেশ্বরের বড় মেয়ে
টুটুল ॥ ঐ। যজ্ঞেশ্বরের ছোট মেয়ে
জলদ সেনগুপ্ত ॥ ডাকসাইটে সাংবাদিক
প্রবুদ্ধ সান্যাল ॥ উঠতি সাহিত্যসেবী
পুলিশ অফিসার ॥ নামেই পরিচয়
গোপীনাথ ॥ রঙ্গমঞ্চের ফাইফরমাস-খাটা চাকর
দর্শক ॥ কুণাল বসুর কল্পনার বাইরে প্রকৃত বাস্তবের মানুষ

'বিবসনা বৃহন্নলা' সম্পর্কে অভিমত

"কোথায় আমাদের অসুখ, কেন অসুখ, তার অব্যর্থ নিশানা পাওয়া যায় এ নাটকে।..." —যুগান্তর

"নাট্যকারের বক্তব্য সবথেকে বেশী আকর্ষণ করে যখন দর্শকের হস্তক্ষেপ ঘটে —এই অংশটুকু নাট্যকারের এক বিচিত্র ও বলিষ্ঠ সংযোজন।" —সত্যযুগ

"একটি জীবনপ্রেমী প্রতিবাদী নাটক...বুদ্ধিদীপ্ত কঠোর বিদ্রূপের রূপটি সমগ্র নাটকে শানিত হয়ে উঠেছে।"— —বাঙ্‌লা দেশ (সাপ্তাহিক)

"the play has given a better understanding of prevailing Conflict between life and art." —Cine Advance

"জুলিয়াস ফুচিক'-এর স্রষ্টা চিত্তরঞ্জন দাসের 'বিবসনা বৃহন্নলা' অপ-সংস্কৃতির ক্লীব কল্লোলের বিরুদ্ধে একটা চপেটাঘাত হয়ে এসেছে।"... —অভিনয়

"এই নাটক অপ-সংস্কৃতির উৎস উদ্ধত যৌবনকে বিপথে চালিত করার উৎস অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার ব্যাভিচারের দিকে তীক্ষ্ণ অঙ্গুলী নির্দেশ করেছে।" —রঙ্গমঞ্চ

"দিবানুদৈনিক সমাজের রূপ, দেউলিয়া সাহিত্যসেবীদের প্রগতিশীলতার ভণ্ডামী এমন অভিনয়-দর্পনে এর আগে প্রতিফলিত হয়নি।" —একসাথে

"Sloganjerker"... —Hindusthan Standard

"সংলাপ এবং নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে চিত্তরঞ্জন দাস কয়েকজায়গায় নিঃসন্দেহে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।"... —গণনাট্য

"নাটকের একটি মূল্য আছে—তা হল শিল্পী হিসেবে আত্মশুদ্ধির মূল্য।"... —দর্পন

"এই হতাশা ও অবক্ষয়ের যুগে এমন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সচরাচর দেখা যায় না।"... —সারস্বত

প্রথম ও বিভিন্ন রজনীর শিল্পী ও কুশলীবৃন্দ

কুণাল বসু ॥ চিররঞ্জন দাস
দীপচাঁদ শেঠ ॥ প্রণব চক্রবর্তী
বাসুদেব বাবু ॥ মণীন্দ্র চক্রবর্তী
যজ্ঞেশ্বর ॥ দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়/অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
সর্বেশ্বর ॥ অলোক বাগচী
তাপস ॥ নীতীশ চৌধুরী
বাদল ॥ মানব গোস্বামী/সন্দীপ ঘোষ
বিজন ॥ প্রবীর মুখোপাধ্যায়
জলদ সেনগুপ্ত ॥ অমল নাথ
প্রবুদ্ধ সান্যাল ॥ জীবন চক্রবর্তী/ইন্দুভূষণ ঘোষ
দর্শক ॥ শঙ্কর চক্রবর্তী/অরুণ দাস
পুলিশ অফিসার ॥ প্রশান্ত পাল/আশীষ মুখোপাধ্যায়
গোপীনাথ ॥ নির্মল বিশ্বাস/জয়ন্ত চক্রবর্তী/সোমেন পাল
পুতুল ॥ তাপসী লাহিড়ী
টুটুল ॥ জলি মুখোপাধ্যায়/সুলেখা পাল/শ্রাবণী গুহ/ চৈতালী রায়

প্রযোজনা ॥ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, সীমান্তিক শাখা
নির্দেশনা ও মঞ্চ পরিকল্পনা ॥ চিররঞ্জন দাস
আবহ সঙ্গীত ॥ রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোক সম্পাত ॥ যশোময় রক্ষিত/রবি. চক্রবর্তী
ধ্বনি ক্ষেপণ ॥ জীবন চক্রবর্তী

প্রথম পর্ব

মঞ্চকে নাট্যকার এবং পরিচালক যখন যেমন ইচ্ছা স্থান কালের প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারবেন। এই মুহূর্তে পর্দা উঠলে মঞ্চকে মনে করতে হবে কলকাতার কোন এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘর। আসবাবের কোন নির্দেশ থাকবে না। ডানদিকে টেবিলে বই খুলে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ছাত্র বিজন। তার পাশে ভাঙা বেতের চেয়ারে পিতা যজ্ঞেশ্বরবাবু পা তুলে বসে খোলা গায়ে আধ পোড়া বিড়ি টানছেন। মাঝখানে মেঝেয় বসে পুতুল ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছে। বিজনের পেছনে হরেকৃষ্ণ সার্ট, লম্বা জুলপী ও কালো চশমা চোখে বাদল বাইরে বেরুতে ব্যস্ত, উপরের বামদিকে পিছনে টুটুল আয়নার সামনে চুলে চিরুণী বোলাচ্ছে, ওর পিছনে তাপস একখানা খোলা বই হাতে উদাসভাবে তাকিয়ে। ঘরের সব প্রাণীই ছবির মত নির্বাক, অথচ নিজের নিজের ভঙ্গীতে ছবির মত হয়ে থাকবে। যেন যে যার কাজ করতে করতে স্থির হয়ে গেছে।

[লেখক ওরফে নাট্যকার ঢুকবেন। ছিমছাম চেহারা ও কেতাদুরস্ত পোষাক।]

নাট্যকার। ব্যাপারটা কি? এইরকম লাল নীল হলদে আলো ফেল্লো কে? এটা হিষ্টোরিকাল নাটক হচ্ছে নাকি? [লাইটের দিকে তাকিয়ে] যশোময়—যশোময়—এসব হচ্ছে কি? গিলেছ? [আলো স্বাভাবিক রঙে ফিরে আসে] ঠিক আছে। চোখ খুলে কাজ করো। [দর্শকদের দিকে এগিয়ে] দেখুন, এরা সব আমার নতুন নাটকের চরিত্র। দারুণ একটা মডার্ন বিষয় নিয়ে আমার এই নাটকের প্রস্তাবনা। পাত্র-পাত্রীদের চেহারা থেকে বুঝতে পারছেন এরা নাটকে অভিনয় করবে। এদের দেখে কি অনুমান করতে পারছেন—এরা কারা, নাটকে এরা কি করবে, কি বলবে? আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি এদের জনক; মানে রক্তমাংসের ঐ আসল মানুষগুলোর নয়,—ওরা যেসব চরিত্রে অভিনয় করবে তার। এদের আমি পৃথক পৃথক পরিচয় দিয়েছি, বৈশিষ্ট্য দিয়েছি এবং আমার বর্তমান চিন্তাধারাগুলিকে এদের এক একটা জীবনের সাথে গেঁথে গেঁথে দিয়েছি। নাটক লেখায় এটা আমার তৃতীয়বার হাত পাকানো। এর আগের দুটি খুব হিট করেছে, তাই তৃতীয়বার আমায় কলম ধরতে হয়েছে। আসলে আমার পেশা গল্প-উপন্যাস লেখা। নাটকে যে এলেম আছে তা বুঝলাম আগের দু'টোর হিট দেখে। বছরে গড়ে শ'তিনেক গল্প, চার পাঁচ ডজন উপন্যাস

লিখি। বছরে দু'বার তিনবার করে বড় বড় খেতাব, পুরস্কার পাই। ভাবছেন কম্পিউটর? আজ্ঞে না। কলম ধরলেই আমার কেমন লেখা এসে যায়। লেখা হলেই টাকা। না। আমার ঠিক আয় কত সেটা বলা সমীচীন নয়। নিতান্তই ব্যক্তিগত—মানে ট্রেড সিক্রেটও বলতে পারেন।... আমি লেখক, সেটাই আমার বড় পরিচয়। যা হোক, এই যে দেখছেন চরিত্রগুলি, এদের মধ্য দিয়ে আমার বর্তমান ভাবনাটাকে তুলে ধরতে চাই। আমি বাস্তববাদী, বর্তমান যুগজীবনের হুবহু চিত্র তুলে ধরাই আমার অন্যতম কাজ। এমিল জোলা যাকে বলেছেন, ফটোগ্রাফিক রিপ্রোডাকৃশন। ও হো বক্তৃতা হয়ে যাচ্ছে, না? আচ্ছা ঠিক আছে, চটপট এরা কারা আপনাদের সেটা জানিয়ে দিই—এক্ষুনি আবার প্রোডিউসাররা আসবেন; নাটকের বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। নাটকটাকে সবদিক থেকে হিট করবার ব্যাপক আয়োজন হয়েছে আর কি। [বিজনকে উদ্দেশ্য করে] এই যে বাছা, এদিকে এসো। [বিজন গুন গুন করে পড়তে থাকে] এসো—এসো। চটপট এসো। [বিজন উঠে আসে] বল।

বিজন। কি বলব?

নাট্যকার। যা বলতে হয়—নিজের পরিচয়।

বিজন। পরিচয়! আমি বাবার ছেলে।

নাট্যকার। আহাহা, বাবার ছেলে তো সবাই—নইলে আর ছেলে হলে কী করে—ছেলে যখন বাপ তো একটা দুটো থাকবেই। নাম থেকে শুরু করে নিজের সম্পর্কে কিছু বল। এরা শুনে তোমার চরিত্রটা বুঝবে।

বিজন। আমার নাম বিজন। বয়স ষোল, যজ্ঞেশ্বর সরকারের ছোট ছেলে আমি।

নাট্যকার। কি কর তুমি?

বিজন। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিচ্ছি।

নাট্যকার। তারপর? পরীক্ষার পরে গতি কোন পথে?

বিজন। আমার খুব ইচ্ছা কলেজে পড়বো।

নাট্যকার। হুম্, তারপর? কলেজে পড়ে?

বিজন। চাকরী করবো।

নাট্যকার। বাবার মত?

বিজন। ধ্যুস—। চিরকাল খিচ্‌খিচ্‌। একটা বড়সড় চাকরী করব, একটু ভালোভাবে থাকব।

নাট্যকার। ভালোভাবে ?

বিজন। হ্যাঁ।

নাট্যকার। আচ্ছা ঠিক আছে—যাও। [বিজন চলে যায়] আপনি আসুন যজ্ঞেশ্বরবাবু।

যজ্ঞেশ্বর। [বিড়ি টানতে টানতে উঠে নিতান্ত অপরাধীর মত] আমাকে আবার কেন—শরীরটাও ভালো নেই।

নাট্যকার। কিছু বলবেন না ?

যজ্ঞেশ্বর। কি আর বলব—সেই একঘেয়ে সাতাশ বছরের মাছিমারা কেরানীর জীবন। দিনগত পাপক্ষয়। কোন উত্থান নেই, পতন নেই, একশ সাতানব্বুই টাকায় এসে দাঁড়িয়ে আছি। চার বছর আছে রিটায়ার করার। হাঁপানীটা বড় কষ্ট দিচ্ছে। চোখে সব সময় অন্ধকার দেখি। ঘাড়ে পাঁচটি পুষ্যি। একটাও দাঁড়াল না। [মেয়েদের দিকে দেখিয়ে] এদেরও কোন গতি হ'ল না। এরা সব যে যার নিজের মত, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি চোখ বুঁজলে এরা কি করবে একমাত্র ভগবানই জানেন।

নাট্যকার। আর কিছু ?

যজ্ঞেশ্বর। আর কি। মাছিমারা কেরানীর জীবনে আর কি বৈচিত্র্য থাকে !

নাট্যকার। ব্যাস—আপনার নিজের সম্পর্কে আর কিছু বলবেন না ?

যজ্ঞেশ্বর। আর কিছু বলার মত করে তো তুমি আমায় তৈরী কর নি।

নাট্যকার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাপস—। [তাপস এগিয়ে আসে]

তাপস। বাপের প্রথম সন্তান আমি। সেই কারণে একটু আদর যত্ন পেয়ে গ্রাজুয়েট হয়েছি। বর্তমানে বিশুদ্ধ আর্টের চর্চা করি। বিশ্ব-প্রকৃতি শিল্পময় এবং একটি সূত্রে বাঁধা—সাত—ছয়—পাঁচ—চার—তিন—দুই—এক—এবং এক—দুই—তিন—চার ইত্যাদি। অর্থাৎ বিশ্ব ঘুরছে, আমরা ঘুরছি, সবাই ঘুরছে—এক বৃত্তপথে, তাপ নেই, উত্তাপ নেই, পরিবর্তন নেই, উত্থান নেই—বৃত্তপথে জোয়াল-বাঁধা বলদের মত। এই হল আমার জীবন ও শিল্পভাবনা। আধুনিক বলতে যা বোঝায় আমি সেই রকম নাগরিক।

নাট্যকার। থামলে কেন? তোমার আধুনিকতার একটু নমুনা দাও।

তাপস। জীবনকে যেভাবে যতটুকু পাওয়া যায় তা পুরোপুরি ভোগ করি। অর্থাৎ সেক্স সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ উদার।

নাট্যকার। যজ্ঞেশ্বরের সাথে তোমার পার্থক্য কোথায় তাপস?

তাপস। আমার বাবা প্রাচীন—আমি নবীন। নতুন ধারণা, নতুন বোধ দিয়ে আমার ভাবনাগুলিকে পূর্ণ করে তুলি।

নাট্যকার। কোন বিরোধ নেই?

তাপস। আছে। মূলতঃ একটি ক্ষেত্রে। সম্মানীয় পিতৃদেব পাঁচটি সন্তান জন্ম দিয়েছেন। আমি হলে ঐ ঝুঁকি না নিয়ে প্ল্যানিংএ আসক্ত হতাম। এছাড়া আর কিছু নয়—কেন না আমরা সবাই একবৃত্তে এককক্ষে ঘুরছি—ঘুরছি—ঘুরছি। এইভাবেই ঘুরতে ঘুরতে আমরা বিলীন হব—আবার নতুন প্রজননে নতুন পুরুষ জন্ম নেবে। অমল—অমলের ছেলে কমল, কমল—কমলের ছেলে বিমল, বিমল—বিমলের ছেলে—

নাট্যকার। বাদল। [তাপস চলে যায়। বাদল আসে]

বাদল। লে হালুয়া। আমায় আবার টানা হ্যাঁচড়া কেন বাপ?

নাট্যকার। এদিকে একবার আসতে হবে।

বাদল। কেন? জন্ম দিয়েছ বলে কি যখন তখন চেঞ্জ করবে গুরু?

নাট্যকার। তোকে যেমন তৈরী করেছি—তুই তা বল। তোর স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি।

বাদল। মার কেল্লা। চরিত্তির—তা আবার কারো আছে নাকি? [দর্শকের দিকে] বুঝলেন, আমার পরিচয় ইনি দিতে লজ্জা পান। ইনি আমার জন্ম দিয়েছেন নাটকে; আর উনি—ঐ হাড়গিলে খিটকেল বুড়ো আমায় জন্ম দিয়েছেন ওনার স্ত্রীর গর্ভে মানে ভালোবেসে—কিছু মনে লেবেন না; আমার শ্লা মুখের দরজাটাই আলগা। যা ভাবি মুখে সট্ করে চলে আসে। করে কম্মে খাচ্ছি এই বাজারে—ডোন্ট কেয়ার লাইফ। হ্যাঁ জীবনটা চুষে লাও, ফুঁকে লাও—দু'দিন বই তো নয়। একটু প্রম্পট্ করে দিন না গুরু—এর পরে কি বলব!

নাট্যকার। [চটে] আর কিছু বলতে হবে না। এতেই চলবে।

বাদল। দেখলেন তো, জন্ম দিয়েছে বলে রোয়াব কত? ধ্যুত্তোর নিকুচি করেছে পরিচয়ের। [গমন]

নাট্যকার। টুটুল—

টুটুল। আমি এখন যেতে পারব না।

নাট্যকার। টুটুল—

টুটুল। ওভাবে ডাকলে কি হবে! দেখছেন না, চুলগুলো আমি কিছুতেই ফোলাতে পারছি না। ভাঁজগুলো কেমন ভেঙে ভেঙে পড়ছে : এক্ষুনি আমায় বেরুতে হবে।

নাট্যকার। [রাগতঃ] টুটুল—এদিকে শোন।

টুটুল। বাব্বা! [কাছে এসে চুল বাঁধতে বাঁধতে] সাধে কি আপনাকে দুচোখে দেখতে পারি না। কি বলছেন বলুন?

নাট্যকার। বল।

টুটুল। কি বলব! আমার এসব একদম ভালো লাগে না।

নাট্যকার। কেন?

টুটুল। এই পরিবেশ কারো ভালো লাগে? কেমন একঘেয়ে, ঘিঞ্জি, একটুও লাইফ নেই।

নাট্যকার। লাইফ কিসে আছে টুটুল?

টুটুল। কেন আপনি জানেন না?

নাট্যকার। তবু তুই বল।

টুটুল। যা ইচ্ছে, যেমন ইচ্ছে করার, যেমন ইচ্ছে চলার—

নাট্যকার। তুই যজ্ঞেশ্বরের মেয়ে সেটা ভুলে যাচ্ছিস্।

টুটুল। মেয়ে তো কি—গায়ে সাইনবোর্ড দিয়ে লেখা আছে নাকি?

নাট্যকার। তুই কি বলছিস্?

টুটুল। ঠিকই বলছি। আমার এ সব একদম ভালো লাগে না: একটুও না।

নাট্যকার। কি ভালো লাগে? বল—

টুটুল। ঘুরে বেড়াতে, সাজতে, সিনেমা দেখতে আর—

নাট্যকার। আর?

টুটুল। সিনেমায় নামতে। আপনি আমায় সিনেমায় নামার মত করে

চরিত্রটা করে দিন না। দেখবেন আমি ঠিক বক্স অফিস হিট করে দেবো।

নাট্যকার। প্রতুল—

টুটুল। আপনি বড্ড ট্যারা চোখো। যেই শুনলেন আমার বড় এ্যাম্বিশন অমনি চোখ ফেরালেন। এই জন্যই আপনার উপর ভীষণ রাগ হয়। [গমন]

প্রতুল। আমার কিছুই বলার নেই।

নাট্যকার। কিছু না বলার জন্য তো আমি তোমাকে তৈরী করি নি।

প্রতুল। এ নাটকে আপনি আমাকে কেন তৈরী করেছেন তা আমি নিজেই জানি না।

নাট্যকার। তোমার মেজাজের বিপরীত কথা বলছ প্রতুল। আমি যেভাবে তোমাকে ঢেলেছি ঠিক সেই ভাবে কথা বল।

প্রতুল। [ম্লান হেসে] সে কথা আর নতুন কি! সংসারে মা নেই, ঘরের বড় মেয়ে হয়ে এই চব্বিশ বছর বয়সেই আমি মার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছি। সুখ-স্বপ্ন—যাক্‌গে। আমাকে দেখেই তো বুঝতে পারছেন, এ সংসারে ঘানি টানা আর সবার সলতেয় তেল যোগানো আমার কাজ। আমার আর কোন ভূমিকা নেই, আমি—আমার যে একটা জীবন আছে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা-আশা-আকাঙ্ক্ষা—

নাট্যকার। থাক। থাক! চান্স পেয়েছ কি অমনি বাড়তি কথা। তুমি যেমন ঠিক তেমন। ও সব সাধ-আহ্লাদের মেঠো শরৎ চাটুজ্জেপনা, নির্জলা আবেগ টাবেগ, আমার তৈরী চরিত্রে স্থান নেই। আমার সমস্যা অনেক বড়। বর্তমান মধ্যবিত্ত যুগ জীবন ধারাকে আমি তুলে ধরতে চাই—ঠিক বাস্তবে যেমন তেমনটি। [সবাইকে] দেখো হে অপোগণ্ডের দল, আমার যেমন নির্দেশ, বাস্তবের সাথে যেমন হুবহু মিলিয়ে তোমাদের তৈরী করেছি তার বাইরে কেউ টু শব্দটি করবে না। ও-সব ফালতু লজিক, কন্ট্রাডিকশন, ইনার ট্রুথফুথ কেউ খুঁজতে যেও না। আমার ইচ্ছে, আমার কল্পনার সাথে তাল মিলিয়ে তোমাদেরও চলতে হবে নইলে—

(অন্যতম প্রযোজক দীপচাঁদ শেঠ ছুটে প্রবেশ করেন)

শেঠ। আরে এই কুণালবাবু, কুণালবাবু, হরবখততো লম্বা লম্বা বাৎচিত হোচ্ছে, লেকিন খেল সুরু হোবে কখন?

নাট্যকার। আপনি এসে গেছেন শেঠজী ?

শেঠ। বহুত আগে। লেকিন কি নয়া খেল দেখাবেন, উ মাল আসলি কি নকলি, হাই লাও বাসুবাবুতো আভিতক আসিল না।

নাট্যকার। বাসুবাবুর জন্য চিন্তা করবেন না, উনি ঠিক সময়েই আসবেন।

শেঠ। রাম্ কহো। আরে বাবুজী, হামার কি বাঈজীর খেল দেখাবার জন্য বৈঠলেই চলবে ? উধার লোহা পট্টিমে যানে হোবে, আউর কারখানায় শালা মজদুর লোগ বড়া ঝামেলা সুরু করেছে, উধারভি এক দফে যানে হোবে। আরে বাব্বা, কি খেল আছে জলদী সুরু কর।

নাট্যকার। খেল তো সুরু হয়ে গেছে শেঠজী।

শেঠ। হোয়ে গেছে কিধার ? বহুত তামাসা করছেন বাবুজী। রাম কহো। হাই লাও ইস্টেজমে খুবসুরৎ লড়কীদের নাচা নেহি, গানা নেহি, ইষ্টার লোকদের মিঠা মিঠা বাৎ কি মহব্বৎ কি কোই সিন নেহী। ছোঃ ছোঃ এ কিয়া দিল্লাগী হোতা হ্যায় বাবুজী ?

নাট্যকার। না, আপনার সাথে ঠাট্টা করছি না। এই যে দেখছেন চরিত্রগুলি, এরা হচ্ছে আমার নতুন নাটকের মুখ্য চরিত্র। এদের নিয়েই আমার নাটকের কারবার। এদের মধ্য দিয়ে আজকের সমাজের নগ্ন দগদগে ঘা প্যাঁচরার চিত্র আমি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছি।

শেঠ। অঁা ? দগদগে কি বললেন বাবুজী ? ফিন বলুন ?

নাট্যকার। ঘা-প্যাঁচরা—

শেঠ। হ্যঁা, হ্যঁা, বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা সরবতকা মাফিক বহুত মিঠা আছে। বহুত চমকদার ভাষা আপনি বলিয়েছেন। লেকিন কাহানীমে কি থাকবে ওভিতো হামাকে কুছু বলতে হোবে।

নাট্যকার। কেন ? স্ক্রিপ্টতো আপনাকে আপনার চেম্বারে বাসুবাবুর সাথে আগেই শুনিয়েছি। আবার এখন নতুন করে—

শেঠ। রাম কহো। আরে বাবুজী হামার হাজার কাম, হাজার বিজিনেস, হাজার ভাওনা মাথামে রাখতে হোয়। এক থিয়েটারের বিজিনেস লিয়ে থাকলে হামার চোলে ? [হি হি করে হেসে] কি জানেন, ...হামার এক জাত ভাই—প্রতাপ জহুরী অউর গুর্মুখ রায়, বহুত বরষ আগে থিয়েটারের বেওসা করত—বহুত প্রসপেকটাস। তাই এক বাতমে এ লাইনে টেরাই

লিতে চলিয়ে এলাম। হামার কুছু টাকা ভি হোল, অউর আপনাদের—

নাট্যকার। আমাদের—

শেঠ। অাঁ? বাংলা ভাষা হামার আচ্ছা আসে না: রাম কহো। হাঁ্যা আপনাদের আর্ট না কি আছে, তার সেবা ভি হলো। [থামে] হঁ্যা কাহানীমে কি থাকবে বাবুজী? আগাড়ী থোড়া বলুন তো। আজ শুভামে শালা আট হাজার রূপায়া পাবলিসিটিমে দে দিয়া—দিলটা বহুত খচ্‌ খচ্‌ কোরছে।

নাট্যকার। বেশ, তাহলে আপনি বসুন। আমাদের গল্পটা শুনুন। [চরিত্রগুলি] এ্যাই, হাবা কার্তিকের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? বলি ব্যাপারটা কি এ্যাঁ? সঙের কেত্তন শোনা হচ্ছে?

যজ্ঞেশ্বর। আমরা কি করবো তা আপনি না বললে—

নাট্যকার। এখনও বলে দিতে হবে? কেন প্রত্যেক দিন কি করেন তা আপনি জানেন না?

তাপস। না—মানে আপনি শেঠজীর সাথে কথা বলছিলেন ডিসটার্ব হবে বলে তাই আমরা—

নাট্যকার। ইডিয়ট। শেঠজী কি আর নাটকের বাইরে থাকছেন? এ নাটকের মধ্যে জড়িয়ে ধীরে ধীরে উনিও একটা এ্যাকটিভ ক্যারেক্টার হয়ে উঠছেন সেটা বোঝ না? এই ইন্টেলেক্ট নিয়ে তুমি সত্তর দশকের ইনটেলেকচুয়াল হয়েছ? রবীন্দ্র কালচার, সৎ নাটক করে বেড়াচ্ছ? ছিঃ ছিঃ তুমি আমার চিন্তার অযোগ্য তাপস।

শেঠ। বাহবা, সাবাস বাবুজী, আপনার বোলের বহুত ধার আছে।

নাট্যকার। [স্বগতঃ] এ শালা থেকে থেকে এমন চেল্লালে নাটক শেষ হতে পরশু রাত্রি পার হয়ে যাবে। [প্রকাশ্যে] শেঠজী। আপনি এবার একটু মন দিয়ে শুনুন। [চরিত্রগুলিকে] গেট রেডি—স্টার্ট—এ্যাকশান।

[মঞ্চের সবাই বেরিয়ে যায়—শুধুমাত্র টুটুল এবং পুতুল ছাড়া। পুতুল তখনও কাপড়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছে আর টুটুল শাড়ীর আঁচল কোমরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের দেহটাকে সমীক্ষা করছে। মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান গাইছে আর নিজের মনে কখনও কখনও হাসছে।]

পুতুল। তুই আবার বেরুচ্ছিস নাকি টুটুল ?

টুটুল। দেখতেই তো পাচ্ছিস।

পুতুল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সাজগোজ করে বেরুচ্ছিস। ফিরবি কখন ?

টুটুল। সময় মতই ফিরব।

পুতুল। তোর সময় তো সেই রাত এগারোটা।

টুটুল। [তাচ্ছিল্য] হ্যাঁ দরকার হলে দুটোও হতে পারে।

পুতুল। রাতটা কাবার করে ফিরলেই তো পারিস।

টুটুল। এখানে যে রাজসুখে আছি। একেবার না ফিরতে হলে তো বাঁচতাম।

পুতুল। কি বলছিস তুই টুটুল ?

টুটুল। ঠিকই বলছি। এমন নরকে মানুষ থাকে। থুঃ—

পুতুল। কথাটা বলতে তোর লজ্জা হোল না ?

টুটুল। লজ্জা ? লজ্জা দিয়ে তোর কি ফল হলো ? চোখের সামনেই তো দেখছি, এদিক-ওদিক চুপি-চুপি—

পুতুল। টুটুল—।

টুটুল। ধমকাস না দিদি। তোর গার্জেনগিরি আমার সহ্য হয় না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

পুতুল। তোর বয়স হয়েছে সেটা তুই বুঝিস ? বুঝলে প্রত্যেক দিন সং সেজে রাত এগারটা বারোটা পর্যন্ত বাইরে কাটিয়ে—

টুটুল। তোর খুব চোখ টাটাচ্ছে তাই না ? তবু যদি অবয়সে নিজে একটা কেলেঙ্কারী না ঘটাতিস তো কথাটা শুনতে মন্দ লাগতো না।

পুতুল। টুটুল—তোর মুখে কি কিছুই বাঁধে না আজকাল ?

টুটুল। ঘাটাচ্ছিস কেন ? আমাকে না ঘাটালে কিছুই শুনতে হয় না।

পুতুল। আমি তোর ভালোর জন্যেই বলছি। দিনকাল খারাপ, তোর বয়স হয়েছে। একটা বিপদ আপদ হলে—

টুটুল। আমি চললাম,—ও সব বাজে কথা শোনার সময় নেই।

পুতুল। দাঁড়া। [টুটুল বিরক্তি সহ দাঁড়ায়] তুই এভাবে সন্ধ্যে বেলায় বেরোস—বাবা জানতে পারলে কি হবে বুঝতে পারছিস ?

টুটুল। [ব্যঙ্গ] বাবা ভর সন্ধ্যেয় নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে মনে করিস নাকি? সকালবেলা বাজারের থলি হাতে নিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মিনমিন করে বলে, তোর কাছে দুটো টাকা হবে টুটুল? বাজারের টাকাটা মাসে পনের দিন আমিই দিই। হাঁড়িতে ভাত সেদ্ধ করলেই চালগুলো কোত্থেকে আসে সেটা জানা যায় না, একটু জানার চেষ্টা করিস, বুঝলি?

[টুটুল বেরিয়ে যায়]

পুতুল। [বিস্মিত ও বিমূঢ়] টুটুল—বাবা—মানে—আমি—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

[বই হাতে তাপস আবৃত্তি করতে করতে প্রবেশ করে]

তাপস। ঘুরছে—ঘুরছে—ঘুরছে—। আমি ঘুরছি, তুমি ঘুরছ, সবাই ঘুরছে। অমল, কমল, বিমল এবং ইন্দ্রজিৎ। ইন্দ্রজিৎ, বিমল, কমল—

পুতুল। দাদা!—

তাপস। [থমকে] কি হল?

পুতুল। টুটুল রোজ সন্ধ্যেয় কোথায় বেরোয় তা তুই জানিস?

তাপস। টুটুল—টুটুলের মত ঘুরছে। তুই তোর মত ঘুরছিস, আমি আমার মত ঘুরছি।

পুতুল। থাম। তুই জানিস টুটুল কোথায় যায়?

তাপস। বয়স্ক মেয়েদের আমি জানি না, বুঝি না—আঃ এটাই আমার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা।

পুতুল। পাগলের মত কি বকছিস? একটু স্বাভাবিক হ' তো।

তাপস। আমাকে অস্বাভাবিক কোথায় দেখছিস পুতুল? বিশ্বের সবকিছুই তো স্বাভাবিক। তুই তোর মত, আমি আমার মত, আকাশ আকাশের মত, কুকুর কুকুরের মত, ইন্দিরাজী ইন্দিরাজীর মত। সবাই যে যার কক্ষপথে স্বভাব অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে ঘুরছে।

পুতুল। [ব্যঙ্গ] হ্যাঁ স্বভাব অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবেই ঘুরছে। টুটুল সন্ধ্যেবেলায় প্রত্যেক দিন বেরোয়। সেটা খুব ভালো কাজে নয়, স্বাভাবিকও নয়।

তাপস। ভালো এবং মন্দ, একটা অপরটার পরিপূরক।

পুতুল। যেমন সংসারের তোর পরিপূরক টুটুল। তাই না?

তাপস। একজ্যাক্টলী। বাঃ তোর বেশ বুদ্ধি হয়েছে তো। সব কিছু তুই বেশ ইনটেলেকট দিয়ে বিচার করতে শিখেছিস।

পুতুল। সংসারের বড় ছেলে হয়ে তোর লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।

তাপস। কি জন্যে আমার পিতা মাতা কি আমায় জন্ম দিয়ে লজ্জিত হয়েছিলেন ?

পুতুল। হওয়াই উচিত ছিল।

তাপস। হুঁম। তোর ইনটেলেকট তো দেখছি বেশ ডেপথ্-এ গেছে। তা কি জন্যে বলতে পারিস ?

পুতুল। টুটুল একটা ভীষণ খারাপ পথে যাচ্ছে, তা তুই জানিস ?

তাপস। এটা কি টুটুলের মত ? না তোর ?

পুতুল। যে নেশায় ডুবে আছে, টুটুল সেটা বোঝে মনে করেছিস ?

তাপস। সি ইজ এডাল্ট এনাফ। বোঝার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তোর ইনটেলেকট আছে, আমি তো ভেবেই পাই না, তুই মধ্যযুগীয় ধারণাগুলি এখনও পুষে রেখেছিস কি ভাবে। মনটাকে কিছু উদার করতো—'যাব না বাসর ঘরে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী, আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশংকিনী'। কন্টিনেন্টের মেয়েরা দেখতো সবকিছু কত খোলাখুলি, কত উদার ভাবে গ্রহণ করছে। একটা ছেলে যদি সন্ধ্যেয় বেরিয়ে রাত দুপুরে ফেরে এবং তাতে যদি মহাভারত অশুদ্ধ না হয়, তাহলে একটা মেয়ের ক্ষেত্রে হবে কেন ?

পুতুল। [রেগে] তুই দাদা না হলে জবাবটা অন্যভাবে দিতাম।

তাপস। ট্রাই টু বি ফ্রি মাই লেডি। "সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরই অপমান"। মন যা চায় সব সময় উদার ভাবে বলবি।

পুতুল। তোকে দাদা বলতেও ঘেন্না করে, ছোট বোনটা বয়ে যাচ্ছে—

তাপস। ঘুরছে—ঘুরছে—ঘুরছে। ওর কক্ষপথে ও ঘুরছে, সেখানে আমি অযাচিত। আমি ঘুরছি ঘুরছি—আমার রাজ্যে তুই অযাচিত। আমরা সবাই যে যেমন ঘুরে চলেছি, অথচ সবাই সবার রাজ্যে অবাঞ্ছিত।

[যেন ভিতরের ঘরে প্রস্থান করে। পুতুল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে সেলাইয়ের কাপড়টা তুলে বেরিয়ে যাবে এমন সময় ঢোকেন সর্বেশ্বর। এ পরিবারের কাকা।]

সর্বেশ্বর। আচ্ছা, তুমি পুতুল না?

পুতুল। [বিস্মিত] হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?

সর্বেশ্বর। [হেসে] চিনতে পারলি না তো? ওরে, দেহে তুই যতই বাড় বাড়ন্ত হ' না কেন—এক পলকেই তোকে ঠিক চিনেছি। তুই যখন এই এতটুকু, ফ্রক পরে মেঝের উপর বসে চারদিকে ড্যাবড্যাব করে তাকাতিস—তখন তোর নাম দিয়েছিলাম আমি পুতুল। এখনও তোর চোখ দুটো পুতুলের মতই ড্যাবডেবে।

পুতুল। সোনা কাকা—তুমি।

সর্বেশ্বর। উ—হুঁ সোনা কাকা নয়, দিনকাল যা পড়েছে, মেকির মিছিলে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে একেবারে মেকি হয়ে গেছি। আমাকে এখন মেকি কাকা বলিস।

পুতুল। তুমি মেকি হতেই পার না। তোমাকে মেকি করবে কার সাধ্যি। দাঁড়াও আমি একটা চেয়ার নিয়ে আসি ওঘর থেকে।

সর্বেশ্বর। থাক তোকে আর ব্যস্ত হতে হবে না। বিয়ে না হতেই দেখছি খুব আতিথ্য শিখে গেছিস। দাঁড়া, এসেছি যখন এবার তোকে পার করে তবে ফিরবো।

পুতুল। [অভিমানে] আমি তো তোমাদের সবার গলগ্রহ। পার না করতে পারলে আর তোমাদের স্বস্তি কোথায়।

সর্বেশ্বর। হুঁম। ঠিক ছেলেবেলার সেই দোষ। গলার ভাঁজে অভিমানের সুর। তা হ্যাঁরে—বাড়ীতে তুই একা, আর সব গেল কোথায়?

[তাপস ঢোকে]

তাপস। ঘুরছে, ঘুরছে, ঘুরছে। তুমি আমি সবাই—বাঁধা পথে, এক ছন্দে, একতালে, ঘুরছে, ঘুরছে—।

সর্বেশ্বর। এই যে মডার্ন জেনারেশন। ভালো আছো তো?

তাপস। [থমকে] হুঁ।

সর্বেশ্বর। তুমি এক মনে কি ঘোরাচ্ছ? কার্ট হুইল না ভাগ্যের চাকা?

তাপস। দর্শনের চাকা, জীবনের বেদ। জীবন যে ভাবে ঘুরছে তার মন্ত্র।

সর্বেশ্বর। হুঁম। খুব গুরুতর ব্যাপার। ...তা হ্যাঁরে, বাদল কোথায়?

বিজন, টুটুল সেই পাজীটাকে তো একদম দেখছি না ? সব গেল কোথায় ? কোথায় ভাবলাম, বহুকাল বাদে হৈ হৈ করা একটা সংসারের তাপে গাটা একটু ঝলসে নেবো, তা এ দেখছি খাঁ-খাঁ শ্মশান ।

পুতুল । হ্যাঁ শ্মশানই বটে ।

সর্বেশ্বর । কেন-কেন, শ্মশান কেন ?

পুতুল । সংসারের আছেটা কি, কিছু ছাই-ভস্ম ছাড়া ?

[যজ্ঞেশ্বর ঢোকে]

যজ্ঞেশ্বর । [হাঁপাতে হাঁপাতে রুক্ষভাবে] আর পারি না । এবার মরব, নির্ঘাৎ মরব, আমি মলে সবার হাড় জুড়োবে । আহ্, ঘানির বলদের মত সেই কাকডাকা সকাল থেকে এক নাগাড়ে—[জোরে হাঁপায়]

সর্বেশ্বর । দাদা— ।

যজ্ঞেশ্বর । কে ?

সর্বেশ্বর । আমি সর্বেশ্বর ।

যজ্ঞেশ্বর । [হাঁপাতে হাঁপাতে] ও, তুই । ভালো আছিস তো ?

সর্বেশ্বর । তুমি বোস, বোস এখানে । একটু বিশ্রাম নাও ।

যজ্ঞেশ্বর । এবার চোখ বুঁজতে পারলে বাঁচি । বাঁচার ইচ্ছে এখন চুলোয় গেছে । কি জন্যে বাঁচব, কি সুখে, কার জন্যে ? এমন যন্ত্রণা আর সইতে পারি না । মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে যন্ত্রণা জুড়োই—কিন্তু পারি না, সাহসে কুলোয় না । চলন্ত বাস, চলন্ত ট্রেন দেখলে গলা শুকিয়ে বুক হিম হয়ে আসে ।

তাপস । এই ভাবেই নিঃশেষ—এই ভাবেই শুরু । অনাদিকাল থেকে এই এক নিয়ম—ঘুরছে-ঘুরছে-ঘুরছে ।

সর্বেশ্বর । [ক্ষিপ্তভাবে] বাপ্পু হে, তোমার চাকার ঘোর ঘোরানী একটু বন্ধ কর তো । কানের কাছে তখন থেকে শুনছি—ঘুরছে-ঘুরছে-ঘুরছে—যত সব ।

[নাট্যকার ছুটে এসে ক্রুদ্ধভাবে]

নাট্যকার । [সর্বেশ্বরকে] এ্যাই-এ্যাই-নচ্ছার । ওর ঘোর ঘোরানী বন্ধ করার তুমি কে হে ? এই ডায়ালোগ তুমি পেলে কোত্থেকে ? আমি তো এমন কথা লিখিনি ।

সর্বেশ্বর । না, মানে আমি ওটা এক্‌স্ট্রা দিয়েছি আর কি—

নাট্যকার। কেন? এ কি চিৎপুরের যাত্রা হচ্ছে? ধূমধাম সিচ্যুয়েশান না বুঝে একস্ট্রা ডায়ালগ মারলেই হল?

সর্বেশ্বর। তা কেন? যজ্ঞেশ্বর মানে আমার দাদা, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুন খেটে তিতি বিরক্ত হয়ে বাড়ী এসে ভেঙে পড়েছে। সেখানে ওই কানের কাছে ঘুরছে ঘুরছের বদলে একটু সিমপ্যাথেটিক ডায়ালগ দিলে সিচ্যুয়েশান বেশ ব্যালান্স্‌ড হবে ভেবেই—

নাট্যকার। তোমার মত নিরেট গবেট পণ্ডিত হলে বাঙলা শিল্পের হালটা খাঁটি গোবর হবে। আমি বার বার কি বোঝাতে চেয়েছি? এ সমাজে প্রেম—ভালবাসা—সহানুভূতি—সহযোগিতা—অনুভূতি বলে কিছু নেই। ওসব ঝুটো—বাজে কথা। ওগুলো আপ্তবাক্য—ওর কোন অস্তিত্বই নেই। সবাই সবার স্বার্থ নিয়ে চলছে! একটা পঙ্কিল আবর্তে সবাই ঘুরছে! সবাই সবাইকে ঘৃণা করে, সন্দেহ করে। সবাই সবাইকে ঈর্ষা করে—। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই গোটা পরিবারের সবাই রক্ত মাংসের বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা, সন্দেহ আর পারস্পরিক শত্রুতায় সবাই পরিপূর্ণ। দেখো শালা সর্বেশ্বর, ওসব সিমপ্যাথি দেখিয়ে আমার নাটকের চরিত্রকে বিরূপ ব্যাখ্যা করলে খুব খারাপ হয়ে যাবে। তোমার চরিত্রটা লেখা থেকেই তুমি মাঝে মাঝে বাগড়া দিচ্ছ। মাইণ্ড, ইট্‌স ইয়োর লাস্ট ওয়ার্নিং। নাও স্টার্ট—স্টার্ট ফ্রম নেকস্‌ট সিচ্যুয়েশান—

[বাসুবাবু প্রবেশ করে]

বাসু। আমি তোমায় একটু ডিসটার্ব করছি নাট্যকার।

নাট্যকার। কে? বাসুবাবু? আসুন আসুন।

শেঠ। রাম কহো। বাসুবাবু আপনি আসিয়ে গেছেন বহুত ভালো হলো। [নাট্যকারকে] আরে এ বাবুজী। এ কিয়া শুরু হুয়া? হামি শালা রাম কহো, বিজিনেসের কেতনা বড়া বড়া ঝামেলা গ্যাড়াকল মাথা ঘামায়ে মোলাকাত করছি, লেকিন, এ কাহানীর কুছুভি হামার মাথামেই ঢুকল না?

তাপস। ঢুকবে কি করে? আপনার মাথায় একটা টুপি রয়েছে, সেটা না খুললে ঢুকবে কোত্থেকে?

নাট্যকার। চুপ। [বাসু ও শেঠকে] কি ব্যাপার বলুন তো?

বাসু। দেখ কুণাল, নাটকে তোমার প্রতিপাদ্যগুলি অকাট্য স্বীকার করছি। কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধিজীবীরাই তো নাটক দেখতে আসবে না। চারশো পাঁচশো রজনী টানব কি দিয়ে? পাবলিকের কথা তো ভাবতে হবে?

নাট্যকার। কিন্তু আপনারা তো এই নাটক এ্যাপ্রুভ করেছিলেন—

বাসু। সে তো এখনো করছি। কিন্তু পাবলিকের মত কিছু দাও—।

শেঠ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওহি তো হামি বলতেছি। থোড়া দুসরা কই চিজ দিজিয়ে কুণাল বাবু। থোড়া এট্রাকটিভ কুছু।

নাট্যকার। আরে তার জন্য ভাবছেন কেন? সে সব তো আছে। ধীরে ধীরে সব ব্যাপার আমি সুগার কোটিং দিয়ে এনেছি। এটুক ধৈর্য ধরে দেখুন।

বাসু। উহুঁ, ও সব কোটিং টোটিং চলবে না। মানুষ যা চায় সরাসরি তাই দিতে হবে। বুঝলে?

নাট্যকার। মানুষ? মানুষ আবার কি চায়?

বাসু। আমরা যা চাই, মানুষ তাই চায়। বক্স অফিস, বুঝলে না, বক্স অফিস। এমন জিনিস দাও, যাতে—ফিলজফি থাকবে, সেন্টিমেন্ট থাকবে, নীতিকথা থাকবে, আত্মত্যাগ থাকবে, হাসি থাকবে—

শেঠ। অউর নাচাভি থাকবে, গানাভি থাকবে অউর থোড়া—থোড়া রাম কহো, সেক্স ভি থাকবে।

নাট্যকার। [হেসে] আহা সে তো আছেই। সেক্স ছাড়া জীবন হয় না। আমি ব্যাপারটাকে একটু ঘুরিয়ে আনছিলাম: যাতে ব্যাপারট বেশ গল্প ছাড়িয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে—

বাসু। উহুঁ। দর্শকরা অত অলিগলি ঘুরতে ভালোবাসে না। ঝকঝকে তক্‌তকে এবং দগ্‌দগে ভাবে খোলাখুলি বিষয়টা নিয়ে এসো। কথায় কথায় এক আঁশটে মানে যৌন গন্ধ ছড়িয়ে দাও, যাতে দেহের রক্ত চন্‌মন্ চন্‌মন্ করে ওঠে। আরে বাব্বা, নাটক দেখতে দেখতে ষাট বছরের বিধবা যদি তার পাশের সিটের আঠারো বছরের যুবককে জড়িয়ে ধরে একটা চুমুই না খেল তাহলে নাটকের তরতাজা রিএ্যাকশানটা কি হল বলতো?

শেঠ। হ্যাঁ, এহি হাজার বাতমে এক আসলি বাত। আরে বাবুজী,

ওতো বোলের বাহার কৌন শুনবে? ইষ্টেজমে হল্লা লাগাও, খুন লাগাও, অউর জিম—জিম—

বাসু। জেমস বণ্ড।

শেঠ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, জেমস বণ্ডকা মাফিক গুলি-গোলা, ঠাই-ঠুই, হুল্লোড় লাগাও। জোয়ান আদমী সব দেখতে দেখতে পাগলা হয়ে যাবে।

বাসু। রাইট। ইয়ং জেনারেশন, বুঝলে, মানে উঠতি বয়সীদের মনের খোরাকের সাথে দেহের খোরাক দিতে হবে। বাস্তব থেকে তুলে বাস্তবের চেয়ে জীবন্ত, জ্বলন্ত। অর্থাৎ সোজা কথায় তোমার ঘুরছে ঘুরছেকে "এ" মার্কা লাগিয়ে আরও উলঙ্গভাবে হাজির করতে হবে।

শেঠ। ঠিক বাত, ঠিক বাত, একেবারে উলং করিয়ে আনতে হবে!

নাট্যকার। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে আবার ইট পাটকেল পড়বে না তো?

বাসু। আহা—তুমি লেখক। মানুষের জীবন নিয়ে তোমার কারবার; তুমি এই কথা বলছ? ষ্টেজে তোমার সাজানো ঘটনা এমন চমকদার হবে যে দর্শকরা তাদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব খুঁজে পাবে।

শেঠ। হ্যাঁ, ওহি শালা মজদুর লোগ হরবখত ইনকেলাব কোরছে। শালালোগদের থোড়া আফিং দিতে হবে। ইনসানসে ইনকিলাবি ভাওনা বরবাদ করে দিতে হবে।

নাট্যকার। তার মানে আরও উগ্র, আরও চড়া জিনিস চাইছেন?

বাসু। হ্যাঁ।

শেঠ। টুইষ্ট ড্যান্স লাগাও। ড্রিঙ্ক চালাও।

বাসু। অত ভাববার কি আছে? মডার্ন নাটকের মডার্ন থিম। নাটককে যদি বারে এনে না ফেলতে পারলে তবে কিসের তোমার আধুনিকতা? কি হে, পারবে না কুণাল?

নাট্যকার। কেন পারব না? গল্প উপন্যাসে আমার নায়ক যদি নির্দ্বিধায় মরা রমণী ধর্ষণ করতে পারে আর নাটককে বারে আনতে পারবো না? কিন্তু আমি ভাবছিলাম কি জানেন—

শেঠ। হোবে হোবে। সব ভাওনা ডোজ মাপিয়ে মাপিয়ে দেবেন বাবুজী। লেকিন এত্তা রূপায়া ইনভেষ্ট করলাম, ওহি ভাওনা তো ভাবতে

হবে। রঙদার, জব্বর কই খেল লাগাও ভাই—থিয়েটারকো মুনাফা হোবে তো আপনার ভী ইনাম বাড়বে।

নাট্যকার। বেশ, আপনারা তা হলে আসল খেলা দেখতে চান? সাহিত্যিক কুণাল বসু কিছুই পরোয়া করে না। [চরিত্রদের] এ্যাই, তোমরা উইংসের ও পাশে যাও। যখন দরকার পড়বে আমি কল্পনায় ডেকে ডেকে পাঠাবো। [সবার প্রস্থান। প্রযোজকদ্বয়কে] দেখুন তবে। দগ্‌দগে, পচা, লোভী, কদর্য সমাজের চেহারা। এই আমাদের জীবন—এ জীবনের কোন মানে নেই, উদ্দেশ্য নেই। যতটুকু, যত খণ্ডাংশ সুযোগ হাতে আমরা পাই—আমরা তা ভোগ করি। শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত হই আনন্দ তরঙ্গে, দৈনিক ক্ষোভ জ্বালা জুড়িয়ে যায় অনন্ত আনন্দের জোয়ারে। এখানে বন্ধন নেই, এখানে সংশয় নেই—এখানে ভেক আবরণ নেই—ঐ দেখুন।

[নাট্যকার ছুটে গিয়ে পিছনের পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেলে। সেখানে গর্জে ওঠে চড়া সুরের জাজ আর কেটেল ড্রামের মাদকতাময় বাজনা। স্বল্প আলোকে দেখা যায় ঘর্মাক্ত অথবা তীব্র উত্তেজনায় প্রচণ্ড আবেগে পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গীতে নেচে চলেছে টুটুল। ছোট ছোট মদের গেলাস হাতে প্রবেশ করে তাপস এবং জলদ। তাদের দেহ দুলছে, পা টলছে। ছড়ানো চেয়ার টেনে তারা বসে]

তাপস। পৃথিবীটা সুন্দর।

জলদ। হুঁ।

তাপস। এই নাচখানা সুন্দর।

জলদ। হুঁ।

তাপস। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সুন্দর।

জলদ। আর ঐ নাচ?

তাপস। সুন্দরতম। তুমি দেখছ জলদদা, টুইস্টের সাথে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কথাকলির কি সুন্দর মিল আছে? ঐ যে তন্ময় একাত্ম নিপুণ দেহ সঞ্চালন, দেখ। আমাদের ক্লাসিক নৃত্যের মুদ্রারূপের সাথে কত সুষম। জলদদা, তোমাদের দৈনিকে টুইস্টের শিল্পরূপ সম্পর্কে আমাকে কিছু লিখতে দেবে?

জলদ। কেন, তুমি গান নিয়ে লিখবে বলেছিলে না?

তাপস। বলেছিলাম? ঠিক আছে লিখব।

জলদ। আধুনিক নাটকের জীবন যন্ত্রণা নিয়ে ?

তাপস। লিখব। সব লিখব। জানো, এই পরিবেশ আমার উপর কি আশ্চর্য প্রভাব ফেলেছে। আমার—আমার এখন একটা কবতে বলতে ইচ্ছে করছে।

জলদ। বল না।

তাপস। কোন কবতে বলব ?

জলদ। যেটা ইচ্ছে, প্রাণ যা চায়। এটাও তো একটা মুক্তমেলা।

তাপস। ঠিক। মুক্তমেলায় মন বিহঙ্গ——। এখানে কোন নীতির বন্ধন নেই, এখানে কোন আদর্শের তর্জনী নেই, এখানে মেকি সভ্যতার আবরণ নেই। মুক্ত মেলাই হল প্রকৃত জীবন মেলা। "পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা, নিশীথবেলা।" ডুস্ কি রকম পানসে লাগছে। তার চেয়ে "তুমি হিপি আমি হিপি, তুমি বোতল আমি ছিপি।"

[হৈ হৈ করতে করতে প্রবুদ্ধর প্রবেশ]

প্রবুদ্ধ। বাহবা, বাহবা। সন্ধ্যেটা বেশ রঙে রসে জমিয়ে তুলেছ ভাই। আরে জলদদা, তুমিও এসে গেছ ?

তাপস। বোস প্রবুদ্ধ। এই নে, মাল খা।

প্রবুদ্ধ। [পান করে] আমার লেখাটা কিন্তু ছাপলে না জলদদা।

জলদ। ছাপব—ছাপব।

প্রবুদ্ধ। একথা তো আজ দেড়মাস ধরে শুনছি। লেখাটা শেষে বাসি হয়ে যাবে না ?

জলদ। বাসি হবে কেন ? ঠিক সিচ্যুয়েশন বুঝে, মানে মানুষের সেন্টিমেন্ট বুঝে না ছাড়লে সবটাই মাটি—তোমার লেখা, আমার কাগজের স্পেস্। চালিয়ে যাও বেরাদর, জলদদার প্রিন্সিপলই হচ্ছে তোমাদের মত ইনটেলেকচুয়ালদের ঠিক মত ঠিক কাজে লাগানো।

তাপস। প্রিন্সিপল ? তুমি মান নাকি ?

জলদ। জীবনে স্থির কোন প্রিন্সিপল না মানারও তো একটা প্রিন্সিপল আছে।

প্রবুদ্ধ। রাইট। তোমার পলিটিক্যাল রিপোর্টাজগুলো পড়লেই তা মালুম হয়। আজ একে তুলছ, কাল ওকে বসাচ্ছ, কাল ওকে নাচাচ্ছ,

পরশু ওকে ফেলাট করছো। রিয়ালি ইউ আর এ ম্যান হু ক্যান মেক এ কিং। তোমাকে ফলো করতে গিয়ে মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। আসলে কোন দিকে যাব, সমাজের কোন দিকটা নিয়ে লিখব, ভেবেই পাই না। সমাজটার কথা ভাবলে আমার বড্ড কান্না পায়।

তাপস। এই নে, আর একটু মাল খেয়ে কান্নার ঠ্যাঙে ল্যাং মার তো। কান্না জিনিসটা বড় খারাপ। তোকে কাঁদতে দেখলে আমিও ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলব—

জলদ। কারেক্ট। কান্নাকে জীবন থেকে এ্যাভয়েড করো। সাহিত্য, শিল্প থেকেও। কান্না এলেই ক্ষোভ আসবে, ক্ষোভ এলেই জ্বালা আসবে, জ্বালা এলেই দ্বন্দ্ব আসবে, আর দ্বন্দ্ব এলেই রিয়ালাইজেশন আসবে। অতএব ফলাফল ইকোয়াল টু ইনকিলাব জিন্দাবাদ। কিন্তু ওটা কি জীবন? ওটা তো পলিটিক্যাল প্রোপাগাণ্ডা। আসলে লাইফটা কি? জানো কি তোমরা?

তাপস। শনিবারের বিকেলের ছুটন্ত ঘোড়া?

জলদ। হ্যাঁ—অনেকটা ছুটন্ত ঘোড়ার মত। স্পীড্—দ্য রুথ্‌লেস স্পীড—বেসলেস—এইমলেস। নক্ষত্রের মত উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল গতি। এই গতির ছবি আঁকতে হবে। পিপলকে কনশাস করতে চাইছে কেউ কেউ, ইউনিফাইড এবং পোলারাইজডও করতে চাইছে। এটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ। জীবনকে, মানুষকে ঐ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমরা আনব না, বাঁধব না। এখানেই যুদ্ধ—ইয়েস্ এ ব্যাটল অব আর্ট।

প্রবুদ্ধ। ভেরী ডিফিকাল্ট টাস্ক।

জলদ। নাথিং ডিফিক্যাল্ট টু আস্। চেয়ে দেখতো মুক্ত দুনিয়া ম্যারিকার দিকে। সেখানে সম্ভব হয় নি? চেয়ে দেখতো ওয়েষ্ট জার্মানীর দিকে? সেখানকার শিল্পী-সাহিত্যিক ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা পিপ্‌লের লাইফকে কত স্পীড দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছে? এই চ্যালেঞ্জকে আত্মস্থ করে কেমন সাফল্য পেয়েছে?

তাপস। আই এ্যাম রেডি টু টেক চ্যালেঞ্জ।

প্রবুদ্ধ। আই—টু—কিন্তু ওরা যে বড় চেঁচায়।

জলদ। কারা চেঁচায়?

প্রবুদ্ধ। ঐ মরালিষ্টরা, ইজ্‌মবাদীরা।

জলদ। কুকুর চিরকাল ঘেউ ঘেউ করে, মানুষ তাকে তোয়াক্কা করবে কেন? এত বেশী লিখবে যাতে ওদের সোরগোল সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়।

তাপস। ঠিক।

জলদ। শুধু লিখে যাও। আশে পাশে যা ঘটছে, এমনকি যা ঘটছে না অথচ ঘটাতে হবে, তাও লিখে যাও। চেয়ে দেখতো আমাদের জীবনের আশে পাশে কিসের প্রবাহ, কিসের ছবি? হিংসা, হানাহানি, খুন, জখম, ধর্ষণ, পাশবিক অত্যাচার, নীতিহীনতা, হতাশা, ধর্ম-বর্ণের আত্মম্ভরিতা, লোভ, স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি। এই তো? এর আশে পাশে আশাবাদের সুর কতটুকু, নিঃস্বার্থের প্রভাব কতটুকু? অতএব স্পীড—এইমলেস স্পীড—এ্যাণ্ড ট্রুথফুল রিপ্রোডাকশন্ অফ লাইফ—এটাই শিল্পসাধনার মূল প্রিন্সিপল। ডোণ্ট ওরি মাই ব্রাদার, চালিয়ে যাও, আমাদের দৈনিক সাপ্তাহিকগুলি তোমাকে সব সময় ব্যাক দেবে।

তাপস। ঘুরছে—ঘুরছে। ইয়েস্ আমি ঘুরছি, তুমি ঘুরছো, সবাই ঘুরছে। আমরা 'ওয়েটিং ফর গোডোর' সেই চরিত্রের মত; অনন্ত প্রতীক্ষার রজ্জু ধরে আছি, কি যেন নাম—ধ্যুস্ সময় মত মনেও পড়ে না শালা।

[নেপথ্যে হাততালি শোনা যায়। জাজ, ড্রামের বাজনা বন্ধ হয়। গুঞ্জন। মুখের ঘাম মুছতে মুছতে মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে টুটুল]

প্রবুদ্ধ। চিয়ারিও—চিয়ারিও টুটুল।

জলদ। হার্টি গ্রিটিং ফর ইওর ইম্‌মেমোরেব্‌ল ফিগারিং টুটুল। আমি নাচ জানলে তোমার পার্টনার হতাম।

প্রবুদ্ধ। বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের কাছ থেকে তুমি প্রশংসা পেলে টুটুল। মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু।

তাপস। রাইট। জলদদা ইচ্ছে করলে তোর একগুচ্ছ ছবি ওদের ডেইলিতে ছেপে দিতে পারে, ইচ্ছা করলে হেমা মালিনী করতে পারে আবার ডিম্‌পেলও করতে পারে। শোন্—এদিকে আয়।

টুটুল। [এগিয়ে এসে] কি বলছ?

তাপস। আমার অভিনন্দন নিবি না? [টুটুলের হাত ধরে] তোকে

আজ বড় ফাইন লাগছে। তুই এত বড় হয়ে গেছিস ? আমি এতদিন লক্ষ্যই করি নি।...আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস—

টুটুল। কি হচ্ছে, ছেড়ে দে দাদা।

তাপস। হোয়াই ? হোয়াই ডু ইউ ফিল শেকি ?

টুটুল। আমি তোর বোন সেটা তুই ভুলে গেছিস ?

তাপস। হ্যাং ইট। মানুষের জীবনে কোন ধর্ম নেই, বর্ম নেই, সম্পর্ক নেই, বন্ধন নেই। আমরা ঘুরছি, ঘুরছি–ঘুরতে ঘুরতে একদিন নিশ্চিত পৌঁছে যাব সেই আদিম সাম্য সমাজে।...আমি রাজা ঈডিপাস নাটকের অনুরাগী। ঈডিপাসের ব্যাপার স্যাপার যদি শিল্প রসগুণসম্পন্ন হয়, তবে তোকে একটা কিস করলে তোর আপত্তি হবে কেন ?

[জলদ ও প্রবুদ্ধ উৎসাহে হাততালি দেয়]

টুটুল। [ছাড়িয়ে নিয়ে] আমি বাড়ী যাই এখন—

প্রবুদ্ধ। তোমায় এগিয়ে দেব টুটুল ?

টুটুল। তুমি তো যাবে সেন্ট্রালে, উল্টো পথে।

প্রবুদ্ধ। তাতে কি—তোমায় নামিয়ে দিয়ে যেতে পারব।

টুটুল। ধন্যবাদ। [বেরিয়ে যায়]

তাপস। [পুরো মাতালের মত] জলদদা, তুমি ঘুরছ—আমি ঘুরছি—ঘুরছি, ঘুরছি—আমরা লাকির মত ক্লান্ত, তবু ঘুরছি—অবিশ্রাম, অবিরাম—

[হঠাৎ ঘরের ইলেকট্রিক ফেল করে]

[চিৎকার করে] কি হল এ্যাঁ ? যা—কারেন্ট ফেল ? সমস্ত মুডটাই মাটি।

প্রবুদ্ধ। অন্ধকার—অন্ধকার—নিঃসীম নিদাঘো কালো অন্ধকার—টুটুল, থাকে শুধু মুখোমুখি বসিবার—এ্যাই টুটুল—

[হঠাৎ বাইরে দমাদম বোমা ফাটার শব্দ শোনা যায়]

লাও ঠেলা—দুই পক্ষে সুরু হয়েছে—কি যে হল কলকাতার ?

তাপস। জলদদার টাটকা খোরাক। হঠাৎ দুই পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ বাধে—এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে—

জলদ। ধ্যুস—ওসব ভুষো খবর, ওসবের জন্য স্পেস্ নেই। চল—ওঠা যাক।

প্রবুদ্ধ। হ্যাঁ, হাওয়া ভালো না। শেষে নাগরিকের প্রাণ বিপন্ন হইতে পারে।

[মঞ্চ পুরো অন্ধকার হয়ে মুহূর্তে আবার জ্বলে ওঠে। ঘরের একপাশে পুতুল বসে, ঘরোয়া কোন কাজকর্ম করছে একমনে। আকস্মিক তাকে ভীষণ চমকে দিয়ে ঢোকে বাদল। সে হেঁচকা টানে মেঝেয় ফেলে দেয় প্রবুদ্ধকে। তার বুকে চেপে বসে ফুঁসে ওঠে]

বাদল। শালা এই নিয়ে তিনদিন হল।...বারবার ঘুঘু ধান খেয়ে যাও। তাকে তাকে থাকি, একদিনও ধরতে পারি না। আজ শালা তোকে নিকেশ করে ছাড়ব।

প্রবুদ্ধ। আহ ছাড়ুন—দারুণ ব্যথা লাগছে—উঃ—

বাদল। তবে কি সুড়সুড়ি লাগবে? নরম নরম কোমল হাতের হাত বোলানী?

প্রবুদ্ধ। ছাড়ুন—মরে গেলাম—দয়া করে আমাকে ছাড়ুন—

বাদল। আজ তোকে মেরেই তবে ছাড়বো।

প্রবুদ্ধ। আমি কি দোষ করেছি?

বাদল। জানিস না?

পুতুল। বাদল ওকে ছাড়—কি করছিস্?

বাদল। তুই থাম।

পুতুল। ও দাদার বন্ধু। প্রবুদ্ধদাকে তুই চিনতে পারছিস না?

বাদল। বন্ধু—। বন্ধুত্বের মওকা নিয়েছ চাঁদ। বাহবা, চমৎকার দোস্তজী।

প্রবুদ্ধ। না—তা কেন? আমি—আমি—

বাদল। বল—। নইলে জিভ টেনে বার করব। কেন ওখানে ঘুর ঘুর করছিলি? বল শ্লা—জবাব দে—

প্রবুদ্ধ। আপনি না ছাড়লে জবাব দেব কি করে?

[বাদল উঠে প্রবুদ্ধকে তোলে]

বাদল। বল এবার।

প্রবুদ্ধ। আমি—আমি তাপসের বন্ধু। ওর কাছেই এসেছিলাম

বাদল। তা গলির মুখে দাঁড়িয়ে কেন? তাপসের বাড়ী নেই? একটা আস্তানা?

প্রবুদ্ধ। হ্যাঁ—মানে একটা বিশেষ ব্যাপারে—

বাদল। কি?

প্রবুদ্ধ। দাঁড়িয়েছিলাম—মানে—পায়ে জুতোর পেরেক ফুটে গিয়েছিল—তাই—।

বাদল। ফের পট্টি? তিনদিনই গলির মোড়ে পায়ে পেরেক ফুটেছিল? শ্লা জুতোর দেখছি রসবোধ আছে। আজ শ্লা তোর বুকে হাফসোল লাগিয়ে তবে ছাড়ব।

প্রবুদ্ধ। [ভীত] হ্যাঁ—না—মানে—

বাদল। শ্লা ঝাড়ন খেলে তোমার কাশি বেরুবে।

প্রবুদ্ধ। না—মানে—টুটুল—টুটুলের জন্য আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

বাদল। কেন দাঁড়িয়েছিলি?

প্রবুদ্ধ। ও দাঁড়াতে বলেছিল।

বাদল। কেন বলেছিল?

প্রবুদ্ধ। ঐ একটু গাছ—চাঁদ—না মানে কি বলব—বেড়াতে আর কি?

বাদল। বেড়াতে?

প্রবুদ্ধ। হ্যাঁ বেড়াতে—। বেড়াতে বেড়াতে একটু সাহিত্য—মানে একটা নতুন বিষয় নিয়ে লিখব—

বাদল। [পেটে ঘুষি মেরে] তোর সাহিত্যের ট্যাঙ্কে শ্লা।

[প্রবুদ্ধ চিৎকার করে মেঝেয় পড়ে যায়। কষ্টে আবার ওঠে]

ওঠ—ওঠ। মাল ছাড়।

প্রবুদ্ধ। মাল? খ—খাবে?

বাদল। উহুঁ ও মাল নয়। পাত্তি ছাড়। গোটা পঁচিশেক।

প্রবুদ্ধ। কে—কেন?

বাদল। চৈতন। বোনের সাথে পীরিত করবে বিনা ট্যাক্সে? এ কি রাম রাজত্ব? মাল ছাড়—লাইন ক্লিয়ার।

প্রবুদ্ধ। ক্লি—ক্লিয়ার?

বাদল। হ্যাঁ—জলদি—জলদি।

[প্রবুদ্ধ আর কোন কথা না বলে পকেট থেকে পুরো মানি ব্যাগটা বাদলের হাতে তুলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। বাদল ব্যাগটা খুলে টাকা গোনে]

পুতুল। [এগিয়ে এসে] বাদল—তুই একি করলি ?

বাদল। চোখে ছানি পড়েছে—দেখতে পাস্ না ?

পুতুল। তুই এভাবে টাকা নিলি ?

বাদল। হ্যাঁ নিলাম ?

পুতুল। ছিঃ ছিঃ। ভদ্রলোক কি ভাবলো বলতো ?

বাদল। ভদ্রলোক ? এই দুনিয়াতে ভদ্রলোক আবার কে ? সব শ্লা রঙ মাখা যাত্রার সঙ্।

পুতুল। কিন্তু নিজের বোনকে ভাঙিয়ে এভাবে টাকা নিতে তোর বাধল না ? একটু লজ্জাও হোল না ?

বাদল। থাম। বোন যদি নিজেই ভাঙে তো তাকে আমি প্লাষ্টার করে রাখব ? বোনকে আগে সামলা—রাতদিন ছেনালী করে বেড়াবে—

পুতুল। তুই এতটা নীচে নেমে গেছিস্, ভাবতেও পারি না।

বাদল। [পুতুলের গালে একটা চড় কষিয়ে] চুপ। জ্ঞান ঝাড়া হচ্ছে ? মানুষ, মানুষটা কে ? পকেটে যার যত ভরা পাত্তি সে তত বড় মানুষ। থুঃ, নিকুচি করেছে মানুষের।

[বাদল ছুটে বেরিয়ে যায়। পুতুলের চোখ দিয়ে জল পড়ে। সর্বেশ্বর ঢোকে]

সর্বেশ্বর। পুতুল। [পুতুল নিশ্চুপ] কিরে পাগলী, তোর মান এখনও যায় নি দেখছি। আরে বোকা আমি তোকে ঠাট্টা করে একটা কথা বল্লাম—[পুতুল চোখ মোছে লক্ষ্য করে] কিরে, কি হয়েছে রে পুতুল ?

পুতুল। [আত্মস্থ হয়ে] কিছুই না।

সর্বেশ্বর। উহুঁ, কিছু না বললেই গোপন করতে পারবি না। ভর সন্ধ্যেয় চোখের জল মুছছিস যে ?

পুতুল। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না সোনাকাকা, আমি আর পারছি না।

সর্বেশ্বর। কি হয়েছে আমায় খুলে বল।

পুতুল। এ সংসারে আমি বাড়তি মানুষ। হাঁড়ি ঠেলা ছাড়া আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। রাতদিন লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কি নিয়ে বাঁচব; কিসের জন্য ?

সর্বেশ্বর। বোকা মেয়ে। এত সহজে ভেঙে পড়লে চলে ? দুঃখ কষ্ট নিয়েই তো সংসার।

পুতুল। কিন্তু অশ্রদ্ধা, অপমান যেখানে পায়ে পায়ে, সেখানে কিসের উপর নির্ভর করে মানুষ বেঁচে থাকে ?

সর্বেশ্বর। অশ্রদ্ধা, অপমান, গ্লানি এটাতো জীবনের অঙ্গ। তুই বড় সেন্টিমেণ্টাল পুতুল, তাই তুচ্ছ জিনিসকে বড় করে দেখছিস।

পুতুল। আমি আর পারছি না—এবার দুচোখ যেদিকে যায় চলে যাব।

[ক্লান্তভাবে যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ]

যজ্ঞেশ্বর। [তিক্তস্বরে] তাই যা, দূর হয়ে যা সব চোখের সামনে থেকে। আমার হাড় জুড়োক, আমি বাঁচি। [হাঁপায়] উঃ ভগবান, আর পারি না, এতো জ্বালা আর বইতে পারি না। অপোগণ্ডের দল। কুকুর... রাবণের বংশ, শুধু যে যার নিজেরটা নিয়েই আছে। বুড়ো বাপ...তাকে একটু শান্তি...একটু স্বস্তি...কেউ ভাবে না...চুলোয় যাক সংসার...ছারখার হয়ে যাক। [বিজনের প্রবেশ। হাতে বই]

এই যে— কোথায় ছিলি হতভাগা ? পেটে টান পড়লে বাড়ির কথা মনে পড়ে ? বল কোথায় ছিলি ?

বিজন। [গম্ভীরভাবে] পড়তে গিয়েছিলাম।

যজ্ঞেশ্বর। আর কি। একেবারে বিদ্যাসাগর হয়ে ফিরলেন। যজ্ঞেশ্বর সরকারের মুখ উজ্জ্বল করলেন। যথেষ্ট হয়েছে, ওসব পাট এখন তুলে রাখ।

বিজন। কি বলছ তুমি ?

যজ্ঞেশ্বর। ঠিকই বলছি। বিদ্যাসাগর হওয়ার খরচ আমি আর টানতে পারব না।

বিজন। আমার পড়ার খরচ তো তুমি টানো না।

যজ্ঞেশ্বর। তবে কে টানে হারামজাদা ? বল কে টানে ?

বিজন। আমার খরচ আমি টানি—আমি টিউশানি করি।

যজ্ঞেশ্বর। আহা একেবারে মাথা কিনলেন। সংসারের দায় নেই—

দায়িত্ব নেই—এটা যেন পাইস হোটেল পেয়েছে? এ্যাই দেখো, এখানে থাকতে হলে কাল থেকে পয়সা দিতে হবে, তোমার বাপের জমিদারী নেই যে গুষ্টির ভাতের জোগান দুবেলা দিয়ে যাবে।

[যজ্ঞেশ্বর হাঁপাতে থাকে। আকস্মিক বাইরে একটা তীব্র গোলমাল শোনা যায়। তীরের মত ঢোকে বাদল। ঘরের চারিদিকে ছুটে উইংসের পাশে গিয়ে সে ত্রস্তভাবে কিছু খোঁজে]

সর্বেশ্বর। কিরে বাদল, কি হল, তুই ঐ রকম করছিস কেন?

বাদল। [বিজনকে] দরজাটা একটু সামলা তো বিজন। [ঘরে ছুটে] নাঃ, কোথাও গা ঢাকার মত একটু জায়গা নেই। [নেপথ্যে সেই গোলমাল] উঃ শ্লা, এসে গেলো। আজ ধরলে হয়ত জানটাই… [হঠাৎ কি খেয়ালে] এ্যাই—শুনে রাখ সবাই। আমি যে বাড়িতে ঢুকেছি সে কথা খবর্দার কাউকে বলবে না।

সর্বেশ্বর। কি ব্যাপার বলবি তো?

বাদল। [চীৎকার করে] অত কথায় কাজ কি? যা বললাম, তাই ফাইন্যাল—ব্যাস।

[দৌড়ে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল হাতে একজন পুলিশ অফিসার ঢোকে। তীক্ষ্ণ নজরে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কিছু সন্ধান করে।]

পুলিশ অফিসার। [সবাইকে] কোথায় গেল? নাঃ, এদিকে আশে পাশে তো কোথাও নেই। ব্যাপার কি? [সবাই নিশ্চুপ] বাদলা কোথায় লুকোলো? বাঃ, থিয়েটারের ফ্রিজ শটের মত কাঠের পুতুল হয়ে গেলি যে হারামীর বাচ্ছারা? ঐ শুয়োরটা গেল কোথায়?

[সবাই চুপ। পুলিশ অফিসার বিজনের পেটে লাথি মারে। বিজন ককিয়ে ওঠে। তারপর হঠাৎ দর্শকদের দিকে চেয়ে]

ঐ না? হুঁম, ঐ তো ডোরা কাটা জামা। আজ শালা তোকে যমের বাড়ির টিকিট কেটে তবে ছাড়ব। অনেকদিন শ্রীঘরের মুখ দেখ নি। শালা—

[পিস্তল তোলে। পুতুল একটা বিকট চিৎকার করে ওঠে। জলদ এসে পুলিশ অফিসারের উদ্যত হাতখানা ধীর ভাবে ধরে]

কে? আরে আপনি? একটু সরে দাঁড়ান স্যার—সরে দাঁড়ান—

জলদ। কি বোকামি করছেন ?

পুঃ অফিসার। শালা খুনে, আট দশটা মার্ডার কেস, ভেরী ডেঞ্জারাস—

জলদ। ডেঞ্জারাস ? এই যুগে ডেঞ্জারাস এলিমেন্টই তো দরকার। শুনুন— [অফিসারের সাথে ফিস ফিস করে কি কথা বলে]

পুঃ অফিসার। [হেসে] ও তাই বলুন। বেশ আপনি যখন বলছেন অনেক কাজে লাগবে, তখন তো আর কোন কথাই চলতে পারে না। আফটার অল আপনি উপরের মহলের লোক। [বাদলকে] যা ব্যাটা, বাপের ভাগ্যি ভাল, এ যাত্রা বেঁচে গেলি। আচ্ছা চলি স্যার।

[পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যায়। ঘরের সবাই যেন পরম কৃতজ্ঞতায় দু' পা এগিয়ে আসে]

জলদ। টুটুল বাড়ী নেই বুঝি ? এলে বলবেন, আমার সাথে যেন দেখা করে। [বাদলকে উদ্দেশ্য করে] ওহে শোন, এদিকে এসো, অল ক্লিয়ার। [বাদল মঞ্চে উঠে আসে] আমার সাথে চল, কিছু কথা আছে।

[প্রস্থান করতে উদ্যত হয়। দুই প্রযোজক ও নাট্যকার হৈ হৈ করে মঞ্চে ঢুকে পড়ে]

শেঠ। আহা—জবাব নহী ভাই, জবাব নহী।

বাসু। বিউটিফুল—বিউটিফুল—স্পেলেনডিড—দারুণ হয়েছে কুণাল—

শেঠ। হ্যা বাবুজী, উঁহা পর পুলিশ কো সাথে একদফে গুলি গোলা লাগা দেও। অউর জমে যাবে।

নাট্যকার। সব হবে—এর পরের সিনগুলো দেখুন। সেখানে ড্রামাটিক এ্যাকশান, সিকোয়েন্স আরও তীব্র করা হয়েছে। আরও খোলাখুলি, উইদাউট এনি হেজিটেশান জটিল বিষয়গুলো তোলা হয়েছে। ঐ যে বলছিলাম না আজকের সমাজের পচা-গলা-ঘা প্যাঁচড়ার মত—

শেঠ। হা হা ও বাংলা ভাষা হামার খিয়াল আছে।

বাসু। কিন্তু কুণাল—মাঝে মাঝে একটু গরম গরম কথা না দিলে তো ঠিক লেফট মাইণ্ডটাকে ধরা যাবে না। একটু গরম দাও।

নাট্যকার। গরম ? এরপরে এমন সিকোয়েন্স আসছে যে আমার ক্যারেকটাররা ১৭০ ডিগ্রি ফারেনহিটে কথা বলবে। এয়ার কণ্ডিশানড হলে দেখবেন আগুনের হলকা বইছে।

শেঠ। বাহবা। বহুত আচ্ছা। লেকিন এ বাসুবাবু, উতনা গরম হোবার আগে থোরা গরমাগরম চা ভি পিলাও।

বাসু। ঠিক। কুণাল, দশ মিনিটের জন্য রিসেস দাও, একটু চা খেয়ে নিই। —এ্যাই কে আছিস—মদন, গোপীনাথ চা নিয়ে আয় শীগগীর।

শেঠ। হা—হা জলদী লাও ভাই। [নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে]

যজ্ঞেশ্বর। একটু চা খেয়ে নিলে ভালোই হবে। গলাটা এমন শুকিয়েছে কি বলবো।

সর্বেশ্বর। থামো। পার্টতো করছ শুকনো কেঠো মাঠা, তার আবার গলা ভেজানো।

বাদল। হেঁ—হেঁ,। আমরা প্লে ক্যারেকটার, বলে কিনা চা খাব। যেন বাবার মামার বাড়ী। আবে আমরা কি অরিজিনাল মানুষ?

সর্বেশ্বর। আলবৎ। [নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি]

শেঠ। [নেপথ্যে তাকিয়ে] আরে ভাই—এতনা দেরী কিঁউ? [বাদলকে] বহুত আচ্ছা পাট কিয়া বাদল ভাই। হাম তুমকো চাঁদীকা মেডেল—[বাদল ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়] আরে এ বাবুজী—এহি শালা ডাকু ছোকরা হামার দিকে আঁখ বোড় বোড় করে তাকাচ্ছে কেন? খুন খারাবী কুছু—

নাট্যকার। ওঃ কিছু না। ওরা তো অরিজিন্যাল নয়। মানে সত্যি সত্যি আপনার আমার মত মানুষ নয়। ওরা হোল ক্যারেকটার। মানে আমার ভাবনার হুবহু প্রতিফলন আর কি।

শেঠ। [স্বস্তিতে] রাম কহো। [টুটুলকে দেখে লোভীর মত এগিয়ে যায়] আহা কিয়া সুরৎ—উহু! ম্যায় মর যাউঙ্গা। [টুটুলের হাতখান তুলে] কিতনা কোমল—হা বাবুজী—এহি লড়কী ক্যারেকটার আছে না অরিজিন্যাল আছে?

[সবাই হো হো করে হেসে উঠে ফ্রিজ হয়ে যায়। নাট্যকার চিৎকার করে ওঠে। চা-সহ গোপীনাথের প্রবেশ]

নাট্যকার। বিরাম—দশ মিনিটের জন্য।

[পর্দা পড়বে]

দ্বিতীয় পর্ব

[ঠিক দশ মিনিট বাদে পর্দা উঠবে। ব্যাক কার্টেন বরাবর পাশাপাশি চেয়ার পাতা। তাতে ক্যারেকটাররা বসে আছে। মঞ্চের সামনের দিকে এক পাশে তিনটি চেয়ারে বসে নাট্যকার কুণাল বসু, দীপচাঁদ এবং বাসুদেব বাবু। নাট্যকার স্ক্রীপ্ট খুলে দৃশ্যের ঘটনা এবং সিচুয়েশন বুঝোচ্ছে। দুই প্রযোজক মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে।]

নাট্যকার। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলেন তো? এইবার নাটকের সমস্ত বিষয়টা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে একটা ভীষণ নতুন প্রশ্ন নিয়ে। আগেই তো বলেছি, সমাজের আমরা সবাই বিকারগ্রস্ত, স্বার্থবাদী, আত্মস্বার্থপর, উদ্দেশ্য এবং আদর্শহীন। এই অবস্থায় টুটুল টুটুলের মত চলছে—চলতে চলতে তার জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটবে। ধরুন, এক বিরাট কোটিপতির সন্তানের সাথে তার হঠাৎ বিয়ে হ'ল। বিয়েটা কেউ চায় নি। কিন্তু হতেই হল। ছেলেটি যেমন স্মার্ট তেমনি সুন্দর চেহারা—

বাসু। এই জায়গায় তুমি একটু ভুল করছো কুণাল। কোটিপতির ছেলের সাথে টুটুলের মত নিম্নবিত্ত অবস্থার মেয়ের বিয়ে হয় কি করে? এটা যে অসম্ভব ব্যাপার। বাস্তবে যে এটা আদৌ হয় না।

নাট্যকার। অসম্ভবকেই তো সম্ভব করে তুলতে হয়—নইলে গল্পে চমক থাকে কোথায়? কোটিপতির সাথে নিম্নবিত্তের মিলন ব্যাপারটা বেশ দার্শনিকভাবেও পাঞ্চ করে দেওয়া যাবে। আর দেখুন, বাস্তব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—ওটা সুবিধে মত আমাদের ইন্টারপ্রেট করে নিতে হয়। তারপর ধরুন, টুটুল সেই জীবন নিয়ে একেবারে মশগুল। মানে রাজকন্যার সুখে দাসদাসীসহ সাতমহল নিয়ে বসবাস আর কি। গল্প এবার মোড় নেবে অন্য পথে। প্রত্যেক মেয়ে যা চায় তাই চাইতে গিয়ে এক নতুন সমস্যা এল। এবার ভিতর থেকে, অন্তর্জগতের সমস্যা। টুটুল স্বামীকে সন্দেহ করে, উৎসুক হয়, ছটফট করে যন্ত্রণায়, কিন্তু যেদিন সব জানতে পারল—

শেঠ। [আসছে] কি জানতে পারলো বাবুজী?

নাট্যকার। টুটুলের স্বামীর কোন পৌরুষ নেই।

শেঠ। রাম কহো! এ কিয়া বোলে? সিয়ারাম—সিয়ারাম।

বাসু। বাঃ বাঃ বেশ ইন্টারেস্টিং তো। তারপর—তারপর— ?

নাট্যকার। আফটার অল টুটুল ভারতীয় নারী। ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে প্রথমে ভাগ্য, নিয়তি, কপাল ইত্যাদি নিয়ে হা-হুতাশ হাঁসফাঁস করবে, কেঁদে কেঁদে গঙ্গায় বান ডাকাবে, দু'চোখ যেদিকে চলে যেতে চায় তাই যাওয়ার সঙ্কল্প করবে, কিন্তু নানা সংশয় দোলায় দুলতে দুলতে অবশেষে সে আত্মহত্যার পথে পা বাড়াবে।

শেঠ। আঁ? মর যাউঙ্গা? এ কেইসা বাত?

নাট্যকার। না না মরবে কেন? টুটুলের অন্তঃসত্তাতো বিদ্রোহী। সে বিদ্রোহ করবে।

বাসু। [চমকে] বিদ্রোহ—বল কি? এর মধ্যে আবার ওসব কেন?

নাট্যকার। না—না, বিদ্রোহ বলতে আপনি রেভল্যুশন ভাবছেন কেন? এ বিদ্রোহ সে বিদ্রোহ নয়। নিয়ম, নীতি, মানবিকতা এবং সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করবে। টুটুল মডার্ন এজের যথেচ্ছাচার করার, নারী স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় সিম্বল হয়ে উঠবে। আচ্ছা—ঠিক আছে। পরপর সিচুয়েশানগুলো ফলো করুন—সব কিছু জলের মত স্বচ্ছ হয়ে যাবে। [চরিত্রদের] নাও গেট রেডি, গেট রেডি—পুতুল, যজ্ঞেশ্বর, বাদল এবং জলদ—রিপ্রোডাক্ট ইয়োর লাইভস্। রেডি স্টার্ট।

পুতুল। [উঠে] আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।

নাট্যকার। উহুঁ—এখানে তোমার শরীর রীতিমত ভালো—

পুতুল। না—মানে—আমি পারছি না। সত্যি বলছি।

নাট্যকার। [ধমকে] কি পারছো না?

পুতুল। আপনার চিন্তা, কল্পনা অনুযায়ী নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে।

নাট্যকার। ও সব ন্যাকামী এখন শিকেয় তুলে রাখ। যেমনটি বলা হচ্ছে তেমনটি চাই। বাদল—তুই পুতুলকে এখন প্রলোভন দেখাচ্ছিস্, ফিস ফিস করে কথা বলছিস পুতুলের সাথে, মানে বেশ সাসপেন্স নিয়ে। যজ্ঞেশ্বর বাবু, আপনি নিজের ভাগ্যকে অনর্গল ভুবড়ীর মত খিস্তি করতে করতে এই সিচ্যুয়েশনে এসে ঢুকেছেন। ঠিক এই মোমেন্টে—অলরাইট, বাদল স্টার্ট। কি হ'ল? হাঁদা কার্তিকের মত উইংসের দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? ডায়ালোগ্ বল।

বাদল। ও সব আমার দ্বারা হবে টবে না।

নাট্যকার। তার মানে?

বাদল। মানে সোজা। ও সব ফালতু কাজ আমাকে দিয়ে আর হবে না।

নাট্যকার। [মাথায় হাত বুলিয়ে] খুব হয়েছে। রোয়াবীটা রিপ্রো-ডাকশনের সময় বাড়াবাড়ি করে করিস। পাবলিক দেখে হাততালি দেবে। এখন যা বলছি ভালো ছেলের মত কর তো।

বাদল। [হি হি করে হেসে] তবু যা হোক ভালো শব্দটা বললেন। আমার কুষ্ঠিতে তো ভালো কিছু একলাইনও রাখেন নি। সুরু থেকে শুধু মস্তানী, মেয়েদের আঁচল ধরে টানা, মাল গেলা, ছেনতাই, খুন-জখম, জুয়োর আড্ডা—

নাট্যকার। তা তুই যেমন—তেমনটি তো হবেই। তুই হচ্ছিস আজকের সমাজের সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া, উদ্দাম যৌবনের প্রতীক।

বাদল। ব্যাস্—ব্যাস—বড় বড় বাতেলা কপচে কাজ নেই গুরু। উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া? বুকনিগুলো ঝাড়া খুব সোজা, তাই না? আমি মার পেট থেকে পড়েই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছি? আমার শ্লা ভদ্রলোক হয়ে বাঁচতে ইচ্ছে ছিল না? রাতারাতি আমি পেটো হাতে নিয়ে যুগ যুগ জিও করে বেড়াচ্ছি? আমার জীবনে ভালো কিছু ছিল না? আমি ভালোভাবে বাঁচতে চাই নি? বলুন, জবাব দিন?

শেঠ। [ঘাবড়ে গিয়ে] ই কেয়া ইনকেলাবী বাতচিৎ হোতা হ্যায় ভাই? আরে উসকো চা নেহী পিলায়া? কোই হ্যায়—উসকো চা দেও।

নাট্যকার। থামুন। এ বেটা বড় বেগড়বাই শুরু করেছে তো।

বাসু। ঠিক। ওর কথাগুলো যেন কেমন কেমন লাগছে কুণাল।

নাট্যকার। আরে ধ্যুৎ—ও গুলোতো ক্যারেক্টারের ডায়ালগই নয়।

বাসু। ডায়ালোগ নয়? তা হলে ও এসব বলছে কি? ক্যারেক্টারের ঘাড়ে ভূত টুত চাপে নি তো?

নাট্যকার। ভূত?

বাসু। হ্যাঁ, ভূত। শেক্সপীয়রের মামলেট নাটকে যেমন ভূত আছে—

নাট্যকার। না—না। ভূত ছাড়াবার মন্ত্র আমার খুব জানা আছে

মশাই। দেখবেন না এমন বল্টু টাইট দেবো যে হ্যাঁফ ছাড়ার পথ পাবে না। কিন্তু আমি ভাবছি এ ব্যাটা হঠাৎ এমন বেয়াদপি করছে কেন ?

জলদ। এক্সকিউজ মী স্যার। আমার মনে হচ্ছে ওর মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট কাজ করছে, সেল্‌ফ্‌ কনশাস্‌নেস্‌ জাগছে ওর চেতনায়।

নাট্যকার। কি বললে, সেলফ্‌ কনশাস্‌নেস্‌ ?

জলদ। নিশ্চয়ই। নইলে নিজের জীবনের ভালমন্দ এ্যানালাইজ করার সেন্স ওর এল কোত্থেকে ?

নাট্যকার। হুঁম্‌। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে দেখবে ?

জলদ। আমি ? মানে আপনি যেখানে হাল ছেড়ে দিয়েছেন—

নাট্যকার। আরে না, না। আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে। হাল ছাড়বো কেন ? শালা দেখছি একটু বেশী একগুঁয়ে হয়ে গেছে। বুঝলে না লাটাইয়ের সুতো ছাড়ছি। দেখ হে, সবাইকে বলছি, ওসব চলবে টলবে না। অনেকবার ওয়ার্নিং দিয়েছি বাদল, বেশী ফালতু বকলে ক্যারেকটারটাই কেটে উড়িয়ে দেব।

বাদল। আমার জানটাইতো উড়িয়ে দিয়েছেন। আর কেন ?

নাট্যকার। তার মানে ?

বাদল। হ্যাঁ তাই। আমার জীবনে রেখেছেনটা কি ?

নাট্যকার। যথেষ্ট হয়েছে। আর পাকামো করতে হবে না নাড়ুগোপাল। এখন যে ভাবে নির্দেশ আছে অবিকল সেই ভাবে শুরু কর দেখি।

বাদল। আমি তো আগেই বলেছি ও কাজ আমাকে দিয়ে আর হবে না।

নাট্যকার। [বিরক্ত] এ কি মামার বাড়ীর আব্দার ? হবে না কেন শুনি ?

বাদল। ওগুলো মিথ্যে, বুজরুকি।

নাট্যকার। [বিস্মিত] মিথ্যে ? এর মধ্যে মিথ্যে কোথায় ? তোর মাথায় না ইনস্যানিটি গ্রো করেছে। তোর মধ্য দিয়ে আমি যে বিষয়টা এনেছি তা আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র নয় ?

বাদল। না, ওটা মেকী বাস্তব। খড়ের কাঠামোয় রঙ মাটির পলেস্তারা। কিন্তু আসল বাস্তবটা কি ?

নাট্যকার। কি?

বাসু। কি?

বাদল। আসল বাস্তবটা ঠিক উল্টো। এই যে আমি আমার নিজের জীবনকে বুঝতে চেষ্টা করছি, আমার বাইরের প্রকৃতির সাথে ভেতরের প্রকৃতির যে দ্বন্দ্ব, ভালোমন্দ বোধ, আমার বাইরের মানে উপরি কাজ কর্ম সম্পর্কে মনের মধ্যে যে বিতৃষ্ণার জ্বালা, একটা খারাপ অবস্থা থেকে ভালোর জন্য যে প্রচণ্ড ইচ্ছে—সেটাই তো বাস্তব।

নাট্যকার। আরে আরে পৃথিবীটার হল কি? কি প্রকৃত বাস্তব আর কি বাস্তব নয় সে সম্পর্কে মস্তানরাও জ্ঞান ঝাড়ছে। ওহে গণ্ডমূর্খ, তুমি যে কথাগুলো বলছো—চরিত্রের উপাদান ও গঠন অনুযায়ী সেটা কতটা অবাস্তব তা বুঝতে পারছ? বলি এই ধরণের ভাষা দেওয়া কথা তোমার সাজে?

বাদল। এই কথাটাই আপনি বলবেন জানতাম। আপনার নিয়মের, ধারণার বাইরে কিছু বললেই আপনি আঁতকে ওঠেন। আচ্ছা, এই যে আপনার বিশ্বস্তভাবে তৈরী চরিত্র আমি, আপনার কল্পনার ফানুস ফাটিয়ে নিজে নিজেই কথা বলে চলেছি, নিজের জীবনের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে চাইছি…মানে নাটকের গঠনের দিক দিয়েও তো এটা বেশ আকর্ষণীয় রীতি…প্রকৃত বাস্তবকে তুলে ধবার জন্য—

নাট্যকার। [রেগে] নিকুচি করেছে প্রকৃত বাস্তবের। বাস্তব—বাস্তব। ঠিক আদালতের কেরানীর নোটের মত। নিজস্ব অভিমত, ব্যাখ্যা ওসব সেখানে অচল। কিন্তু আশ্চর্য, এসব কৈফিয়ৎ আমি তোকেই বা দিচ্ছি কেন? বলি তুই কে রে?

বাদল। দিচ্ছেন এই কারণেই যে আপনার তৈরী চরিত্রের যুক্তিগুলি কেমন খেই হারিয়ে ফেলছে।

বাসু। [উত্তেজিত] স্টপ্—স্টপ্। হচ্ছেটা কী? বংশ পরম্পরায় থিয়েটারের ব্যবসা করছি, আমি তো বাপের জীবনে কখনও শুনি নি যে চরিত্র নাট্যকারকে এভাবে চ্যালেঞ্জ করে।

নাট্যকার। শোনেন নি?

বাসু। না

নাট্যকার। আমিও শুনি নি।

বাসু। তুমি কুণাল ওকে আগের সিনে পুলিশ দিয়ে এ্যারেষ্ট করিয়ে দাও। ঝামেলা আগেই চুকে যাক।

শেঠ। হাঁ—হাঁ—থানামে থোড়া ধোলাই হলে বিলকুল ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে।

নাট্যকার। কিন্তু এই এ্যাক্টের কতগুলি সিচ্যুয়েশানে ও একেবারে ইনেভিটেবল। কতগুলি ড্রামাটিক মোমেণ্টাম ওর ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। ওকে বাদ দিলে নাটক যে স্কন্ধকাটা হয়ে যাবে সেটা ও বোঝে নি মনে করেন নাকি? ...আসলে ব্যাটা বুলি কপ্‌চে দর বাড়াচ্ছে।

শেঠ। তব্‌ জলদি কই রফা কর লেও বাবুজী।

নাট্যকার। [বিস্মিত] রফা। ইম্‌পসিব্‌ল্‌। আপনি এসব কথা বলছেন কি করে? চরিত্রের উদ্ভট ধারণা ও খেয়ালীপনার সাথে আমি আপোস-রফা করব? শিল্পী তার সৃষ্টিকে কলুষিত করবে মস্তানের হুমকির কাছে? নো—নেভার। ইফ্‌ আই উইশ্‌ আই ক্যান ক্রিয়েট এ নিউ ক্যারাক্টার। আমি আমার কল্পনা থেকে এক চুলও নড়বো না। দরকার পড়লে আমি ওর বদলে গণশা—কালু ইত্যাদি নাম দিয়ে অন্য আর একটা চরিত্র নিয়ে আসবো। ও ব্যাটা ভেবেছে কি? মস্তান ক্যারাক্টারের ভাঁটা পড়েছে? কলকাতার গলির মোড় আর রক বেঁচে থাকতে আমার চরিত্রের অভাব? পুতুল—নাও টেক্ ইয়োর পজিসান এণ্ড ষ্টার্ট ফ্রম নেক্স্‌ট্‌ সিচ্যুয়েশান—।

পুতুল। সত্যি বলছি—আমার শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে। যন্ত্রণায় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

নাট্যকার। আরে ব্যাপারটা কি? শরীর তোমার এ সিচ্যুয়েশানে একটুও খারাপ নেই, এমনকি—

পুতুল। আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, বিশ্বাস করুন।

নাট্যকার। জ্বলে যাচ্ছে? ঠিক আছে, চট করে একটা এ্যানাসিন খেয়ে নাও।

পুতুল। [আশ্চর্য] এ্যানাসিন খেলেই বুকের সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়?

নাট্যকার। না হলে ওষুধটা তৈরী হয়েছে কেন? খাঁটি আমেরিকান প্রোডাক্ট। সব ঠিক হয়ে যাবে।

পুতুল। কিন্তু এই জ্বালাটা সব সময় আমার দেহ মনকে পোড়াতে থাকে। আমার চিন্তা চেতনা সব কিছু।

নাট্যকার। উঁহু। [যেন নাটক বোঝাচ্ছে] তোমার চরিত্রটা হল সত্যবতীর মত। স্থির, নির্বাক, অনড়, অটল। সাংসারিক ঝড় তুফানে যার নিজের আত্ম-অনুশোচনা কখনও বিন্দুমাত্র জাগে না। ভারতীয় নারীর একটা প্রচণ্ড নীরব স্যাক্রিফাইসের সিম্বল, বুঝলে না ?

পুতুল। কিন্তু যে কাজে আমি প্রাণ পাই না, মন পাই না এই রকম একটা বিশ্রী খারাপ কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চান কেন ?

নাট্যকার। পৃথিবীতে ভালো মন্দ জিনিসটা নিতান্তই আপেক্ষিক। তুমি যেটা খারাপ বেদনাদায়ক মনে করছ—অন্যরা সেটা রীতিমত আনন্দদায়ক মনে করতে পারে।

বাসু। ঠিক ঠিক।

পুতুল। কিন্তু এটা কি সম্ভব ? আমি যদি নীরব স্যাক্রিফাইসের সিম্বলই হব—তাহলে ঐ ব্যভিচারটা কি আমার জীবনে অনিবার্য ?

নাট্যকার। ব্যভিচার ? ব্যভিচার কাকে বলছ ? তোমার পরিবারে সবাই যে যার মত। টুটুলকে দেখে তোমার ঈর্ষা হয়, তোমার দাদাকে দেখে তোমার হিংসা হয়। সবার গোপনে থেকে থেকে অত্যন্ত সংগোপনে তোমারও তো যৌন কামনা বাসনার আগুন জ্বলতে পারে এক সময় ? তোমার কামনার তৃপ্তি, নারীসুলভ পারস্পরিক ঈর্ষার প্রতিশোধ, তলে তলে তুমি হাতড়ে বেড়াচ্ছ এমন কাউকে যে তোমাকে কয়েকদণ্ডের জন্য একটা নতুন আনন্দের অনুভূতি দিতে পারে—একটা নতুন অভিজ্ঞতা—

পুতুল। [চিৎকার করে] না। আমার জীবনের সাথে এসব ব্যাপারের মিল কোথায় ? ব্যভিচার, গোপন কামনার তৃপ্তি ইত্যাদি ব্যাপারগুলি আমার জীবনে অনিবার্য কোথায় ? আমি তো সবার গোপনে থাকি—সবার থেকে আলাদা। টুটুলের বয়ে যাওয়া জীবনকে আমি আগল দিতে চাই—ওর ভালমন্দবোধকে ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিতে চাই—তাহলে ঐ ব্যাপারটা আমার চরিত্রের বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে না কি ?

নাট্যকার। [ভেংচে] থাক। কর্পোরেশন স্কুলের মাষ্টারনীর মত আর বকবক করতে হবে না। জটিল সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারগুলো মানে

অবচেতন মনের সুপ্ত স্পৃহাগুলো সম্পর্কে তোমার বিন্দুমাত্র ধ্যানধারণা থাকলে এমন গাধার মত কথা বলতে না, বুঝলে ?

জলদ। এক্সকিউজ মি স্যার। শব্দটা গাধী হবে—স্ত্রীলিঙ্গ কিনা।

প্রতুল। কিন্তু আমার মত চরিত্র, যাকে অল্প বয়সেই যৌবনের একটা তিক্ত কলঙ্কের অভিজ্ঞতা দিয়ে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে দিয়েছেন সারা জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য—সে যদি আজ এ পথে পা বাড়ায় তাহলে টুটুলের সাথে তার চারিত্রিক পার্থক্যটা রইল কোথায় ?

নাট্যকার। টুটুল—টুটুল, প্রতুল—প্রতুল। এটাই বড় পার্থক্য। টুটুলের মানসিকতা আর তোমার মানসিকতার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। টুটুল তীব্র গতিবেগসম্পন্না, জীবনকে টেনে হিঁচড়ে নিংড়ে সে ভোগ করে। কিন্তু তুমি স্তিমিত, ধীরগতি, সত্যবতী। লুকোচুরি, লজ্জাসরম, রেখে ঢেকে জীবনকে ভোগ করতে চাওয়ার স্পৃহা তোমার মনে। বুঝলে না, মানুষের জীবনে সেক্সটাই বড় জিনিস। ওটাকে এ্যাভয়েড করে কিছুই হয় না, হতে পারে না। তা ছাড়া মা তোমাকে তো আমি মালাজপা কাশীবাসী বাহাত্তুরে বিধবা মাগী হিসাবে তৈরী করি নি। তোমার বয়সটার কথা তুমি ভেবে দেখ। তোমার বয়সে এই কামনার মানসিকতা রীতিমত যুক্তিসঙ্গত এবং অনিবার্য।

প্রতুল। [কাঁপতে কাঁপতে] আপনার কথাগুলো শুনলে আমার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। উঃ মাগো—মানুষকে আপনি কি নীচ, কি কদর্য আর কত ছোট করে দেখেন।

নাট্যকার। আরে, আমি দেখার কে ? বাস্তবের অবিকল ট্রুকপি করছি। ভাষা টাষা দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

প্রতুল। বাস্তব—উঃ—কি ভীষণ, কি দুঃসহ।

নাট্যকার। ঠিক তাই। বাস্তব বাস্তবের মতই। তাই তা ভীষণও হইতে পারে, দুঃসহও হইতে পারে, আমাদের কাহারও তাহার উপর হাত নাই।

প্রতুল। কিন্তু তাহলে আমার মনের মধ্যে আর একটি মন সবসময় কাজ করছে কেন ?

নাট্যকার। ওটাই তো তোমার অবচেতন মনের সুপ্ত কামনার তাগিদ, যেটা আমি তোমাকে বোঝাতে চাইছি।

পুতুল। না। আমার মনের মধ্যে আর একটা নিভৃত মনে আরও কতকগুলি জিজ্ঞাসা জাগে।

নাট্যকার। হ্যাঁ—হ্যাঁ—টু বি অর নট টু বি—দ্যাট ইজ দি কোশ্চেন।

পুতুল। মোটেই না। আমার জীবনটা এমন কেন? আমার মধ্যে কি কোন পরিবর্তন অনিবার্য ছিল না? আমার জীবনের অন্তঃকোণে লুকোনো সুখ—স্বপ্ন—আশা—আকাঙ্ক্ষাগুলো কি ডালপালা মেলে একবারও ছড়িয়ে পড়তে পারতো না?

নাট্যকার। [কঠিন ভাবে] পারতো—কিন্তু তোমার ইচ্ছা এবং বাইরের বাস্তব একরকম নয়—তাই সেটা সম্ভব নয়।

পুতুল। কেন সম্ভব নয়? ভালোভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা আমার মনে সব সময় আঘাত করে চলেছে। আমার ইচ্ছা করছে এই দেয়াল দেয়া বিশ্রী জীবনটাকে ভেঙে ফেলে ভিতরের মনটাকে প্রকাশ করতে।

নাট্যকার। ব্যাস—ব্যাস। অনেক হয়েছে, আর কপচাতে হবে না। সময় নষ্ট করার মত সময় হাতে একদম নেই। এইরকম অনবরত চলতে থাকলে পাবলিক ক্ষেপে আগুন হবে।

শেঠ। হ্যাঁ—হ্যাঁ। বাংগালী পাবলিকের যো মেজাজ আভি ইটা পাত্থর ছোড়বে।

বাদল। [ব্যঙ্গ] ইট পাটকেলকে খুব ভয়, তাই না শেঠজী?

শেঠ। রাম কহো, ওহি বড়া খতর্নক চীজ আছে।

[বাদল হেসে ওঠে]

নাট্যকার। থামো, থামো। হাসার কি হল এঁ্যা? উনি কি একটা কমিক ডায়ালগ বলেছেন? টুটুল, তোমার সিনের সব এ্যাটমোসফিয়ার মনে আছে তো? ঐ জায়গাটা আগে করতো। এসব পরে হবে।

বাসু। [একটু ক্ষেপে] সেকি। পরের সিন আগে, আগের সিন পরে। তাহলে নাটকের যে মাথামুণ্ডু কিছুই থাকবে না।

নাট্যকার। আপনি কি মনে করেন আপনার ঘাড়ে আপনারই একটা মাথা আছে?

বাসু। তার মানে?

নাট্যকার। থাকলে এ কথাটা বলতেন না। আরে মশাই, আমি

গণেশের ঘাড়ে হাতির মাথা বসাচ্ছি না। সিনেমার মত এটাকেও একটা শট মনে করুন না কেন। পরে এডিট্ করে সাজিয়ে নেব।

বাসু। ওহ্ ঠিক আছে।

বাদল। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা ফয়সালা হ'ল না।

নাট্যকার। তোমাদের আবার ব্যাপার কি? তোমাদের আগের সিন আমি কেটে উড়িয়ে দিয়েছি। এখন তোমরা মৃত। ইয়েস, এ ডেড ক্যারাকটার অফ মাই ইমাজিনেশন। নাও গো টু হেল—

বাদল। [হেসে] উড়িয়ে দিয়েছি বললেই আমরা ডেড হয়ে যাব? শ্লা পেঁয়াজি? তোমাকে ডেড না করে ছাড়বো ভেবেছ? [তেড়ে এগিয়ে আসে]

নাট্যকার। [ভীত] কি? কি বলতে চাও তুমি?

বাদল। আমি কেমন করে এমন হলাম, সেই রিয়েল জিনিস দেখাতে হবে।

নাট্যকার। ইম্‌পসিবল।

বাদল। পসিব্‌ল করতে হবে। হামাগুড়ি দিতে দিতেই আমি এমন হই নি। আমাদের আসল মন, আসল জীবনটা তুলে ধরতে হবে।

নাট্যকার। [বিস্ময়ে] ব্যাপারটা কি? তোমরা আমার তৈরী চরিত্র না আমি তোমাদের চরিত্র?

বাসু। আসলে কোনটা যে নাটক আমি তাই বুঝতে পারছি না। এতক্ষণ ক্যারেক্টারদের তুমি ওঠা বসা করাচ্ছিলে, এখন ক্যারেক্টাররাই তোমার চেয়ার ধরে টানাটানি করছে।

বাদল। ঠিক ধরেছেন দাদা। গোড়া ধরে টানাটানি। বাস্তব কি সেটা আগে ফয়সালা হোক।

নাট্যকার। বাস্তব কি সে সম্পর্কে লেকচার দিয়ে তোমার মত একটা আকাটকে বোঝানো আমার কর্ম নয়। ...বাস্তবের মধ্যে কোন প্রশ্ন নেই। বাস্তব ইজ অলওয়েজ সিম্প্‌ল্ এ্যাণ্ড ন্যারেটিভ্। তোমার মনে যখন প্রশ্ন খোঁচা দিচ্ছে তখন তুমি বাস্তবধর্মের বাইরে চলে গেছ। প্রশ্নবাদী মন বড় বেয়াড়া, শিল্পের সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করে, শিল্পীর কল্পনাকে কলুষিত করে। তুমি যখন তোমার বেয়াড়া প্রশ্ন নিয়ে তোমার জনককেই চ্যালেঞ্জ করছ, তখন বুঝতে হবে তুমি জনকের অপজাত সন্তান হয়ে গেছ।

বাদল। কিন্তু প্রশ্ন ছাড়া শিল্পের মানে হয় কি? প্রশ্ন ছাড়া জীবনের বিন্যাস চলে কি? আপনি কি মনে করেন, সৃষ্টি যুক্তিহীন, বিচারবোধহীন? আপনার নিজের জীবনটাও কি তাই?

বাসু। আরে! এ যে দেখছি বেশ গভীর গভীর তত্ত্বের কথা বলছে। এর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুচ্ছে যে একে আর মস্তান বলে মনেই হচ্ছে না।

নাট্যকার। আহা, একটা মৃত চরিত্র নিয়ে অত ভাবছেন কেন? ওকে আমি অলরেডি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিয়েছি।

বাদল। ডেথ সার্টিফিকেটটা দিল কে? আপনি? [হেসে] আসলে আপনি আমাদের জনক হলেও আমাদের নিয়ে আপনি ভয় পান।

বাসু। ভয়—ভয় কেন?

বাদল। ওর তৈরী চরিত্ররা যদি মড়া চিরে নিজেদের দেখতে শুরু করে? যদি বেফাঁস লাইনকাটা কথা কিছু বলে ফেলে? যদি ওর আসল চরিত্রটা, ওর সৃষ্টির মূল চাবিকাঠিটা প্রকাশ হয়ে পড়ে? তাই উপরি মনভোলানো বাস্তব নিয়ে উনি বাস্তববাদী, উপরের রঙ দেখেই উনি জীবনের ছবি আঁকেন—জীবনের অন্তঃসত্তাকে উনি ভয় পান।

নাট্যকার। আসলে তুমি কি চাও বলতো ছোকরা? তোমার মতলবটা কি?

বাদল। আমার জীবনের পিছনের দিকগুলো তুলে ধরতে চাই।

নাট্যকার। [ব্যঙ্গ করে] আর কি! এ যেন হরিসভার আসর। গায়েন এসে গাইবেন। তোমার পর আর একজন, তারপর আর একজন, একের পর এক। এইভাবে চলতে থাকলে নাটকটা জমবে ভাল, তাই না? বলি দর্শকরা টিকিট ঘরে হুমড়ি খেয়ে পড়বে?

বাদল। দরকার পড়বে না। আমার একার জীবনের সাথে এদের সবার জীবন বাঁধা—এক একটা সম্পর্ক নিয়ে, মূল্য নিয়ে। একজনের জীবনের কিছুটা বিচার হলেই সবারটা আপনিই প্রমাণ হয়ে যাবে।

নাট্যকার। [অন্যান্য চরিত্রদের] তোমাদের এ সম্পর্কে কি অভিমত?

সবাই। [উঠে দাঁড়িয়ে] আমরাও জীবনকে বিচার করতে চাই।

নাট্যকার। বাঃ বাঃ চমৎকার, চরিত্র নিয়ে ইউনিয়ন করা হচ্ছে? এবার একটা লালঝাণ্ডা তুলে ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান দাও। সবাই

বিট্রেয়ার—নিজের স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছ। বেশ, তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর। আমি এ ব্যাপারে আর একটিও কথা বলব না।

জলদ। [নাট্যকারকে] এক্সকিউজ মি স্যার। কাজটা কি ভাল হচ্ছে ? আই মীন ফলাফল বুঝতে পারছেন ?

নাট্যকার। [হতাশ] কি করব—আমার হাতে আর কিছু আছে নাকি ? দেখছ না, কি ভাবে ফুঁসে উঠছে ?

জলদ। কেঁচো খুড়তে সাপ বেরুবে। আপনি এটা এলাউ করছেন কেন ? স্ট্রেট রিফিউজ করে দিন।

নাট্যকার। কার ঝাড়ে কে বাঁশ কাটে। আমি শালা নাট্যকার না দর্শক তাই বুঝতে গোঁত্তা খাচ্ছি। তা হোক, কতদূর যাবে ? এরপর বিষয়টাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করব যে চোখে অন্ধকার দেখবে। [বাদলকে] নাও হে, মিনিট পাঁচেক সময় দিলাম—তোমার ছুঁচোর কেত্তন শুরু কর। সময় কাল খারাপ, কি যে হল দেশটার ? সবাই অধিকার দাবী করছে ? [প্রযোজকদ্বয়কে] কি আর করবেন স্যার, না হয় ব্যাপারটাকে একটু ড্রামাটিক রিলিফই মনে করুন।

[একপাশে তিনজন বসে। বাদল মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে।]

বাদল। আমার আড়াই বছর আগের জীবন থেকেই শুরু করি। যখন আমি এমন ছিলাম না। আমার চিন্তা—ভাবনা অন্যরকম ছিল ; সম্পূর্ণ এক আলাদা জগতের মানুষ ছিলাম। ‥ আমাদের সংসারের একমাত্র আয়কর্তা আমার বাবা, সামান্য আয়ে দিন চলতে কষ্ট হত। টুটুল, বিজন পড়ে। পুতুল মানে আমার একমাত্র দিদি যে মা মারা যাবার পর মাতৃত্ব দিয়ে গড়ে পিটে তুলেছে আমাদের। কেবল দাদাই একটু উদাসীন। কিন্তু দুঃখ কষ্ট অভাব থাক্‌লেও বাবা আমাদের ভালবাসতেন। তার কষ্টটা আমরা বুঝতাম। ইচ্ছে হত বাবাকে এবার একটু বিশ্রাম দিই। আমাদের মুখের দিকে চেয়েই তো তিনি বুড়ো হয়েছেন। ধরুন, এই রকম একটি সময় কারখানায় আমি একটি ছোট চাকরী পেলাম। মজুরের কাজ। সত্তর টাকা মাইনে। তবু কিছুটা সচ্ছলতার আশা—ছোট ভাই বোনের লেখা-পড়া শেখার অন্ততঃ একটা ছোট গ্যারান্টি। কিন্তু পৃথিবীর সুখ শান্তি কি সব মানুষের

জন্য ? বোধহয় না। আমরা আরও হাজার হাজার মানুষের মত বিরাট চাহিদা না নিয়ে সামান্যতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। ছোট ভাইটা নাইনে পড়ে, টুটুল হায়ার সেকেণ্ডারী দিয়েছে, দিদি সংসার টানে, বাবা হয়তো চুপি চুপি দিদির জন্য একটা পাত্রের সন্ধানও করে। আর আমি—আমি সকাল সাড়ে পাঁচটায় বেরোই কারখানায়, যখন সবাই পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। সেই দিনগুলোর টুকরো টুকরো কথা, টুকরো টুকরো স্মৃতি, টুকরো টুকরো ঘটনা জুড়ে একটা বিরাট পরিস্থিতি তৈরী হল। কারখানার সিটি বেজে উঠলো—আমি ছুটে চলেছি কারখানার দিকে—বহুদূরে একটা জটলা হচ্ছে—কি ব্যাপার ?

[বাদল দৌড়্বার ভঙ্গী করে। মঞ্চে যেন কারখানার পট নেমে এল]
এই পরেশ, দাঁড়া—দাঁড়া, কার্ডটা পাঞ্চ করে নিই—

[পরেশ ওরফে বিজন ঢোকে]

পরেশ। কার্ড পাঞ্চ করবি কি রে ? ও দিকে রক্তারক্তি হয়ে গেছে—এ্যাকসিডেণ্ট।

বাদল। [চমকে] এ্যাকসিডেণ্ট ? কার ?

পরেশ। মাখনের মাথার উপর ক্রেন ছিঁড়ে পড়েছে। থেঁতলে, চেপ্টে মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে সারা শরীরটা।

বাদল। হাসপাতালে দিয়েছিস ?

পরেশ। হাসপাতালে দেবে কে ? ফোরম্যান থেকে ম্যানেজার সবাই বলছে ও নাকি ডিউটিতে ছিল না। কোম্পানীর কোন দায়িত্ব নেই।

বাদল। ডিউটিতে ছিলনাতো কারখানায় ঢুকেছিল কি করে ?

পরেশ। ওরা বলছে বে-আইনীভাবে ঢুকেছিল।

বাদল। ওর কার্ড পাঞ্চ করা ছিল না ?

পরেশ। রক্তে মাংসে থেঁতলে গেছে সারা শরীর, কার্ড খুঁজবে কোথায় ?

বাদল। সেকশানের হাজিরা খাতা ? যেখানে কাজের হিসাব থাকে ?

পরেশ। সে খাতাও এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

[নকুল ওরফে সর্বেশ্বরের প্রবেশ]

নকুল। সারা জিন্দেগী খুঁজলেও সেটা পাওয়া যাবে না। এটা একটা

ষড়যন্ত্র—বুঝলে ? ক্রেনটা ছেঁড়ে নি, ছেঁড়ানো হয়েছে।

বাদল। কি বলছিস তুই ?

নকুল। ঠিকই বলছি। ক্রেনটা প্ল্যান করে ছেঁড়ানো হয়েছে।

পরেশ। মাখনকে মেরে কোম্পানীর লাভ ?

নকুল। মাখন নিজের কথা না ভেবে তোর আমার মত পাঁচজন মজুরের কথা ভাবে। পাঁচজন মজুরের কথা যে ভাবে সে কার দুশমন হয় ?

পরেশ। কার ?

নকুল। হাঁদা। সেটা তুই বুঝিস না ? ফাইল ঘষতে ঘষতে যখন বুকে জ্বালা ধরে তখন কার বিরুদ্ধে তোর মনটা জ্বলে ওঠে ?

পরেশ। মাইরী, তুই মাখনের মত কথা বলছিস্। এবার তোর মাথায় ক্রেনটা ছিঁড়ে পড়বে নির্ঘাৎ।

নকুল। ছিঁড়ুক। কটা মাখনকে মারবে ? কটা নকুলকে মারবে ? মরতে মরতে যেদিন আমরা সটান হয়ে দাঁড়াবো, সেদিনের জমানার হালটা কেমন হবে বুঝতে পারছিস ?

বাদল। সত্যি, আমার বড় খারাপ লাগছে। এরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল অথচ আমাদের কিছুই করার নেই।

নকুল। কেন নেই ?

বাদল। কি করবি ?

নকুল। মাখনকে খুন করার জবাব চাইব।

বাদল। ওরা জবাব দেবে কেন ? ওরাতো বলতে চাইবে এটা এ্যাক্সিডেণ্ট। ওদের কিছুই করার নেই।

নকুল। ওরা যা ইচ্ছা বললেই আমরা শুনব কেন ? আমাদের যা জবাব তা আমরা আদায় করে ছাড়বো।

পরেশ। ওরে বাব্বা। ওর মধ্যে আমি নেই। শেষে চাকরীটাই খেয়ে নেবে বেমক্কা।

নকুল। কেন ? পয়সাটা ওরা তোর মুখ দেখে দেয় ? তুই তোর মেহনত বিক্রি করিস্ না ? বুকের রক্ত ঘাম করছিস্ না ?

পরেশ। তা হলেও বা—ওদের বিরুদ্ধে কিছু বললে—ওরে বাব্বা, ও আমি পারব না—এক গণ্ডা ছেলে মেয়ে নিয়ে বেঘোরে মারা পড়বো।

নকুল। তুই শালা ভীতুর ডিম। আবে মজুর আমরা, দুনিয়ার কাকে ডরাই বে? মেহনত আমার তো জীবনও আমার।

বাদল। তোর সব কথা আমি বুঝতে পারছি না। তবু মনে হচ্ছে নকুল, তুই ঠিকই বলেছিস্। আমাদের কিছু একটা করা দরকার। মাখন আমাদের দোস্ত, এভাবে বিনা কারণে ও মরল—এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

পরেশ। সব মজুর আসবে?

নকুল। আলবৎ আসবে।

পরেশ। সবাই এলে আমিও আছি।

[নেপথ্যে সোরগোল, ম্যানেজার ওরফে জলদ ঢোকে]

ম্যানেজার। ব্যাপার কী? তোমরা সবাই কাজকর্ম ফেলে কারখানায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে দঙ্গল বেঁধে হল্লা করছ কেন? ডু ইউ নৌ, ইউ হ্যাভ অলরেডি মিসইয়ুজড টোয়েনটি ফাইভ মিনিটস? এক্ষুনি তোমরা কাজে হাত না দিলে তোমাদের মাইনে কাটার নির্দেশ দিতে আমি বাধ্য হব।

নকুল। একটা কথা আপনাকে বলার জন্য—

ম্যানেজার। আই ওন্ট লাইক টু লিসেন এনিথিঙ্গ মোর। যা শুনতে হয় ডিউটির পর আমি শুনতে পারি। কিন্তু এক্ষুনি তোমাদের কাজে হাত দিতে হবে। নইলে চার্জশীটের হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

বাদল। মাখন খুন হল কেন আমরা সেটা জানতে চাই?

ম্যানেজার। হোয়াট?

বাদল। মাখনকে ওভাবে খুন করা হল কেন?

ম্যানেজার। কি বোকার মত কথা বলছ?

নকুল। হ্যাঁ স্যার—শেয়ালের মত বদমাইশী শিখিনি বলেই তো আমরা বোকা। মাখন খুন হল কেন, তাই আমরা জানতে চাই?

ম্যানেজার। আই সী। তার মাথায় ক্রেন ছিঁড়ে পড়েছে—জাস্ট এ্যান এ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু এরকম একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত হৈচৈ করার কি আছে? কারখানার একটা আইন শৃঙ্খলা আছে সেটা নিশ্চয়ই জান?

বাদল। একটা মানুষের জীবন খুব তুচ্ছ—তাই না?

ম্যানেজার। তা নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টের কি করার ছিল? মাখন বে-আইনীভাবে কারখানায় ঢুকেছিল। এমন কি

ওখানে তার উপস্থিতির কথা আমরা কেউ জানতাম না।

নকুল। থামুন। মাখন আমার সাথে ডিউটিতে কার্ড পাঞ্চ করেছে। আমিই তার বড় সাক্ষী।

ম্যানেজার। কিন্তু আকস্মিক একটা এ্যাক্সিডেন্টে ম্যানেজমেন্ট কি করতে পারে?

নকুল। এটা এ্যাকসিডেন্ট নয়—মাখনকে মারার জন্যই—

ম্যানেজার। মাথা খারাপ। ক্রেনটা ডিফেক্টিভ এবং বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল অনেককাল। ওটা অকেজো ঘোষণা করে বন্ধ রাখা হয়েছিল দেড়মাস।

নকুল। তা হলে সেই বিপজ্জনক ক্রেনটা আজ হঠাৎ ওঠানামা শুরু করলো কেন? কারু নির্দেশ? কি জন্যে?

ম্যানেজার। ষ্টপ ইট। এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলবো না। তোমাদের কাছে কারখানার সব অবস্থার জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই। একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে আকস্মিক ভাবে, তার জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে একটা অনাবশ্যক জটিলা সৃষ্টি করা কিংবা প্রোডাকসনের কাজ হ্যামপার করা রীতিমত অন্যায়—বে-আইনী।

বাদল। একটা মানুষকে খুন করা অন্যায় নয়?

ম্যানেজার। হুম্। তোমার নাম কি হে ছোকরা?

বাদল। সেটা পরের কথা। আগের কথার জবাব আগেই চাই।

নকুল। হ্যাঁ—ঠিক।

[বাইরে প্রচণ্ড সোরগোল]

ম্যানেজার। ও-কে! এ সব ব্যাপার আমার মনে থাকবে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হচ্ছে না। ফলাফলের জন্য তৈরী থেক।

[ম্যানেজার ছুটে বেরিয়ে যায়। সোরগোল তীব্র হয়ে ওঠে]

বাদল। ব্যাপার কি? ওদিকে সবাই ছুটছে কেন?

নকুল। সব মজুররা মনে হচ্ছে কাজ ফেলে বেরিয়ে পড়েছে। এবার শালা জবাব না দিয়ে যাবে কোথায়?

পরেশ। আমি কিন্তু ভাই, সত্যিকথা বলতে কি তোমাদের সাথেই আছি।

[ছবির মত সবাই ফ্রিজ হয়ে দাঁড়ায়]

শেঠ। [চিৎকার করে] রোখ—রোখ—বন্ধ কর। এ কিস্মা কাহানী? ইয়ে শালা ইনকিলাবী আদমীদের শয়তানী আছে। হামার কারখানার পিকচার বিলকুল তুলে দিয়েছে। সেম পারসেন্ট হামার কারখানা—

বাসু। না—না এ চলতে পারে না। আমার ষ্টেজ লাল ঝাণ্ডা তোলার জায়গা না।

বাদল। থামুন। এটা একটা টুকরো ঘটনা মাত্র। এর পরেরগুলো আপনাদের দেখতে হবে। [শেঠজী, বাসুবাবু বসে পড়ে। বাদল দর্শকদের] দুপুর থেকেই কারখানার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সবাই যেন ভিতর থেকে কেমন একটা সাড়া পাচ্ছিলাম—তাই কাঁধে কাঁধ মিলতে দেরী হল না। ম্যানেজমেন্টকে ঘেরাও করলাম চারশো মজুর। হৈ-চৈ, শ্লোগান, টগমগে রক্তের তাপ বেরুতে লাগলো গা থেকে। কিন্তু খুব বেশী কিছু একটা হল না। ম্যানেজমেন্ট তদন্ত এবং কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হল। কিন্তু দলবদ্ধ মানুষের শক্তি কি সেদিন তা আমরা বুঝলাম। আমরা একা থাকলে গর্তের কেঁচো, কিন্তু কাঁধে কাঁধ মেলালে যেন শার্দুলের বিক্রম খুঁজে পাই। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই থেমে থাকলো না। সব কাজেরই তো একটা প্রতিক্রিয়া আছে। আমরা যেমন আমাদের চিনলাম, তেমনি ওরাও চিনল আমাদের। আঘাত এল নতুনভাবে—

[বাদল বেরিয়ে যায়। মঞ্চ যেন যজ্ঞেশ্বরের ঘরের রূপ নেয়। যজ্ঞেশ্বর, পুতুল, টুটুল বসে। বিজন একপাশে দাঁড়িয়ে।]

বিজন। [গানের সুরে] "চুল যদি লম্বা তবে, কেশ টানিলে কান্দো ক্যানে?" [টুটুলের চুল টানে]

টুটুল। দেখ্ দিদি, বিজন সেই থেকে আমার পিছনে লেগেছে? তোরা তো সব সময় আমার নিজের দোষই দেখিস্; আর ও যে খামোখা আমার চুলগুলো—

পুতুল। আঃ কি হচ্ছে বিজন?

বিজন। বারে আমি আবার কি করলাম?

টুটুল। উহুঁ—এখন ন্যাকা সাজা হচ্ছে তাই না? তুই আমার চুল টেনে—

যজ্ঞেশ্বর। আঃ বিজু, একটু বইটা খুলে বোস না। কি রাতদিন বোনের পিছনে লাগিস?

বিজন। এখন আমার পড়তে ভাল লাগছে না।

পুতুল। ওর পিছনে লাগতে ভাল লাগছে বুঝি?

টুটুল। ফের যদি আমার চুলে হাত দিস্‌তো তোর হাত আমি বটি দিয়ে কেটে ছাড়ব দেখিস্‌।

বিজন। এ্যাঁ—কাছাকাছি বটি নেই—তাহলে এখনই একবার—।

টুটুল। তবে—রে—

[টুটুল তাড়া করে, বিজন ছুটে বেরিয়ে যায়]

টুটুল। [যজ্ঞেশ্বরের পাশে এসে] বাবা চল না, গরমের ছুটিতে সোনাকাকার বাড়ী যাই। সোনাকা প্রায়ই চিঠি লেখে। কতকাল যাই না।

যজ্ঞেশ্বর। যাবরে পাগলী, যাব। ধুম করে যাব বললেই কি আর যাওয়া যায়? একগাদা পয়সা খরচ, ছুটিছাটা, তারপর অফিসে আবার ঝামেলা সুরু হয়েছে।

পুতুল। কি হয়েছে বাবা?

যজ্ঞেশ্বর। তিনজনকে চার্জশীট দিয়েছে, একজনকে বরখাস্ত করেছে। তার উপর—

পুতুল। সে-কি! এ সব কথা তো তুমি আমাদের আগে জানাও নি?

যজ্ঞেশ্বর। [হেসে] তোরা ঘরের মানুষ বাইরের খবর শুনে কি করবি—তাই বলিনি।

টুটুল। লোকগুলোর কি হবে এখন?

যজ্ঞেশ্বর। যা হবার তাই। তবে আমরাও ছাড়ছি না। কলম ধর্মঘট করেছি একদিন, বিক্ষোভ হচ্ছে প্রত্যেকদিন, তা ছাড়া—

টুটুল। তুমি বিক্ষোভ করছ? [হাসে]

যজ্ঞেশ্বর। হাসছিস্‌ কেন? পারি না ভেবেছিস্‌? বুড়ো হয়েছি বলে কি অথর্ব হয়েছি? এখনও তিন চার মাইল হাঁটতে পারি, বাজের মত চীৎকার করে শ্লোগান দিতে পারি।

পুতুল। তোমাদের কোন বিপদ নেই তো বাবা ?

যজ্ঞেশ্বর। বিপদ ! কার নেই ? সুতোয় ঝোলা খাঁড়ার নীচ দিয়ে হাঁটছি—ছিঁড়ল যার উপর তার মাথাটা—

পুতুল। থাক বাপু থাক ! এখন আর সোনাকার ওখানে গিয়ে কাজ নেই। এখন অফিস কামাই করলে কি থেকে কি হবে—যা দিনকাল পড়েছে—।

যজ্ঞেশ্বর। [হেসে] তুই দেখি পাকা গিন্নী হয়ে গেছিস। [হঠাৎ কি চিন্তা করে] তাপসটা যদি একটু সংসার ধরতো, তা হলে হয়তো বুকে আর একটু জোর পেতাম।

পুতুল। দাদার মাথায় ভূত চেপেছে। কি যে বক্‌বক্ করে সব সময়। আমায় আজ সকালে কি বলেছে জান ? আমাদের জীবনটা কেমন জানিস— ? তীর্থ নেই কেবল যাত্রা, লক্ষ্য নেই শুধু পথ, গন্তব্য নেই শুধু চলা। শোন কথা।

টুটুল। আমার কি মনে হয় জানিস ? ওর মাথার নাটবল্টুগুলো একটু আল্‌গা হয়ে গেছে। ঠিকমত টাইট দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

[তিনজনেই হেসে ওঠে। বিজন ঢোকে]

বিজন। [চাপা উত্তেজনায়] বাবা—

যজ্ঞেশ্বর। কি রে, কি হল আবার ?

বিজন। ছোড়দা—

যজ্ঞেশ্বর। ছোড়দা কি ? কি হয়েছে ?

পুতুল। হাঁদার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? বাদলের কি হয়েছে— ? ওহ্ ! আজ রাতে ফিরবে না সেই খবর পাঠিয়েছে তো ?

বিজন। না। ছোড়দা—ছোড়দাকে পুলিশ এ্যারেষ্ট করেছে।

সকলে। [চমকে] এ্যাঁ—কি বললি ?

বিজন। হ্যাঁ, সকালে কারখানায় কি গণ্ডগোল হয়েছে, তার জন্য বার তেরজনকে সন্ধ্যেবেলায় পুলিশ—

পুতুল। [উৎকণ্ঠিত] কারখানায় কি হয়েছে বললি ?

বিজন। গণ্ডগোল। ক্রেন ছিঁড়ে মারা গেছে একজন। সেই ব্যাপার

নিয়ে সবাই নাকি হৈ চৈ করেছিল—সন্ধ্যের দিকে যখন সবাই আলাদা আলাদা বাড়ী ফিরছিল—তখন ধরেছে।

পুতুল। [ব্যাকুল] কি হবে এখন?

যজ্ঞেশ্বর। কোন থানায় নিয়েছে জানিস্?

বিজন। না।

যজ্ঞেশ্বর। [বিব্রত] এখন কার কাছে, কোন থানায় খোঁজ নেব? আর পুলিশ যখন ছুঁয়েছে তখন কি ছত্রিশটা ঘা না বানিয়ে ছাড়বে? কি করি…তা হ্যাঁরে, কেউ কিছু খবর দিতে পারলো না?

বিজন। না।

[উন্মন, উদাসীনভাবে তাপস ঢোকে]

যজ্ঞেশ্বর। এই যে তাপস, তুই এসে গেছিস। দারুণ বিপদ হয়ে গেছে। বাদলকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। [তাপস জিজ্ঞাসুভাবে তাকায়] কারখানায় কি একটা এ্যাকসিডেন্ট নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে, তারপর সন্ধ্যের মুখে দশ বারোজন সমেত—ওকে কোন থানায় নিয়েছে কিছুই জানা যাচ্ছে না।

তাপস। [উদাসীন] এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?

যজ্ঞেশ্বর। তুই একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখ।

তাপস। আমি? আমি কেন?

যজ্ঞেশ্বর। একটা কিছু ব্যবস্থা করবি না?

তাপস। ওর এসব গণ্ডগোলে জড়ানোর দরকার কি ছিল?

বিজন। কারখানার সবাই তো জড়িয়ে পড়েছে।

তাপস। কিন্তু এ্যারেষ্ট তো করেছে ওকে। তার মানে ওর একটা ভূমিকা দিল।

যজ্ঞেশ্বর। কোথাও চাকরী বাকরী করতে গেলে আর পাঁচজনের সাথে—

তাপস। পাঁচজন? যেখানে মানুষের আত্মিক বিকাশ নেই, আত্ম অনুভূতি নেই—সেখানে পাঁচজনের সাথে চলা তো এক রকমের বিপজ্জনক হুজ্জুতি।

যজ্ঞেশ্বর। কি যে মাথামুণ্ডু বলিস কিছু বুঝি না?

তাপস। বাদল বিপজ্জনক ভ্রান্ত পলিটিক্যাল এলিমেন্ট হয়ে উঠেছে?

যজ্ঞেশ্বর। আমি? আমিও তো নিজের প্রয়োজনেই অফিসে আর পাঁচজন কেরানীর সাথে মিশি, কলম ধর্মঘট করি, তা আমি পলিটিক্যাল নই?

তাপস। নিশ্চয়। সেই জন্যই তোমরা এক বিশেষ ধরনের আত্ম অনুভূতিহীন মানুষ হয়ে পড়েছ। বদ্ধ জলার মধ্যে আবদ্ধ।

পুতুল। তোর লেকচার থামা? সব সময় লম্বা লম্বা কথা? একবার খোঁজ নিতে পারবি কি না তাই বল।

তাপস। [একটু থমকে] আমি এ ব্যাপারে আর কতটুকু কি করতে পারব? একমাত্র জলদদা পারে। জলদদা যদি— [জলদের প্রবেশ] এই যে জলদদা তুমি এসে গেছ? সংসারের একটা বিপদ হয়েছে। বাদল মানে আমার ছোট ভাইকে—

জলদ। জানি।

তাপস। জানো।

জলদ। [হেসে] হ্যাঁ, জানি। ঐ কারখানার এ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে আমি নিউজ কভার করতে গিয়েছিলাম। তোমার ভাইকে তো আমি চিনি। থানার সাথে কথাবার্তা বলে আমি ওকে পার্শোন্যাল বণ্ডে নিয়ে এসেছি। ভেরী এনারজেটিক এ্যাণ্ড ডায়ানামিক ইয়ং চ্যাপ। এ বার্ণিং সিম্বল অফ ইণ্ডিয়ান ইয়ুথ। ও আমাকে খুব এ্যাট্রাক্ট করেছে তাপস। ওর মধ্যে অনেক কোয়ালিটি আছে।

তাপস। তুমি আমাদের পরিবারের একটা বড় উপকার করলে জলদদা।

যজ্ঞেশ্বর। [কৃতজ্ঞভাবে] কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব—

জলদ। কোন দরকার নেই। শুধুমাত্র ধন্যবাদ কুড়িয়ে এ পরিবারের বন্ধু হওয়ার জন্য আমি এ কাজ করিনি। আই হ্যাভ এনাদার মিশন। ছেলেটিকে গাইড করা দরকার। একটা ভ্রান্ত পথে যৌবন শক্তি নষ্ট হোক তা আমি চাই না। আই হ্যাভ এ ডিউটি টু গিভ হিম এ ওয়ে। তোমাদেরও ওকে ও পথ থেকে ফিরিয়ে আনা দরকার।

পুতুল। আপনারা বসুন। আমি আসছি। [পুতুলের প্রস্থান]

বিজন। তাহলে ছোড়দা সত্যিই ছাড়া পেয়েছে?

তাপস। জলদদা এতক্ষণ ঠাট্টা করল মনে করলি নাকি? সোসাইটিতে

জলদদার রেপুটেশান জানিস? ইচ্ছে করলে দিনকে রাত, রাতকে দিন করে দিতে পারে।

জলদ। থাক। আমার প্রশংসা আর তোমাকে করতে হবে না তাপস। আসলে কি জান, ইয়ং জেনারেশনকে গাইড না করলে তারা যে কোন ভ্রান্ত পথে যেতে বাধ্য। সমাজটা পুরো স্বার্থবাদী। কিছু স্বার্থবাদী মানুষ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে নিজের স্বার্থে একৃসপ্লয়েট করে— আন্দোলন, শ্রেণী সংগ্রাম ইত্যাদির নাম করে। বাট দে ডু নট নো দ্য ট্র্যাডিশন অফ আওয়ার নেশন। জাতিকে এক অখণ্ড সত্তায় বাঁধতে না পারলে— [টুটুলকে দেখে] এ কে? তোমার বোন বুঝি?

তাপস। হ্যাঁ। তুমি যা বলছিলে জলদদা।

জলদ। এক অখণ্ড সত্তায় বাঁধতে না পারলে আমাদের জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। তাছাড়া ভেবে দেখ— [টুটুলকে আবার দেখে] ও কি করে? পড়ে বুঝি?

তাপস। হ্যাঁ।

জলদ। ওর নাচা উচিৎ। ওর ফিগারটাই নাচের উপযোগী।

তাপস। সার্টিফিকেট পেয়ে গেলি টুটুল। জলদদা একালের একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক। আর্ট ক্রিটিক হিসাবেও সুনাম আছে।

[ক্লান্ত, অবসন্ন, আহত বাদলের প্রবেশ]

টুটুল। ছোড়দা—

যজ্ঞেশ্বর। [ব্যস্ত] থানায় তোকে মারধোর করেনি তো বাদল?

বাদল। [দেহের যন্ত্রণায়] ওটা তো বাসর ঘর। মারধোর করবে কেন? শুধু বাঁ হাতখানা একদম নাড়তে পারছি না। কোমরের কাছটা যেন অসার হয়ে— আর নকুলকে, উঃ—ভাবতে পারছি না—লোহার শলা গরম করে ওর গোপন অঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়ে—শালা, বাঞ্চোৎ আপ্যায়ন। এইসব আর কি।

জলদ। সব কাজেরইতো কিছু মূল্য থাকে, তার মাশুল দিতেই হয়।

বাদল। [সক্ষোভে] এটা মাশুল না—প্রতিশোধ। একটা ঘৃণ্য অন্যায়কে গোপন করার এক বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র। আমি এর বদলা নেব। হ্যাঁ—ঠিক এর বদলা নেব।

জলদ। কি করে নেবে ?

বাদল। আমি মজুরদের সব কথা বুঝিয়ে বলব। ওদের কাছে—

জলদ। মজুররা তোমাকে বিশ্বাস করবে ?

বাদল। আলবত করবে। আমি ঐ কারখানার একজন মজুর।

জলদ। কিন্তু আজ বিকেলের ঘটনার পর কাল থেকে তো তোমার ওখানে চাকরী থাকছে না ?

বাদল। না থাক। মজুরদের আমি ঠিক বুঝোব।

জলদ। আমার ধারণাটা উল্টো। থানা থেকে আর কেউ ছাড়া পেলনা, পেলে একমাত্র তুমি। মজুররা কি ভাববে বলতো বাদল— ? তোমাকে তারা কি ভাবে গ্রহণ করবে ? বিশ্বস্ত বন্ধুভাবে ?

বাদল। [হতভম্ব] তার মানে ? আমি বেইমান ? আমি দালাল ? সবাই আমাকে—আপনি এই শয়তানীটা কেন করলেন ? বলুন কেন এই শয়তানীটা করলেন ?

যজ্ঞেশ্বর। এঁ্যা—এত কাণ্ড ? তোর তবে ছাড়া না পাওয়াই উচিৎ ছিল। সবাই তোকে—ছিঃ ছিঃ—

তাপস। চমৎকার। কোথায় একটা নরক থেকে উদ্ধার করল ওকে, প্রাণ ঢেলে কৃতজ্ঞতা জানাবে—আর তোমরা কিনা—

বাদল। [আক্রোশে] এটা উদ্ধার নয়—নরকের পথ খুলে দেয়া। আমার জীবনটাকে এভাবে আপনি নষ্ট করতে চাইছেন কেন ? বলুন ?

জলদ। জীবনের তুমি কি বোঝ হে ? চল আমার সাথে।

বাদল। কোথায় ?

জলদ। তোমাকে জীবন দেখাব। প্রকৃত জীবনের পথ। এ রিয়েল ওয়ে টু লাইফ।

বাদল। না।

জলদ। যাবে না তুমি ?

বাদল। না। আপনার ঐ কদর্য বিকৃত জীবনের পথ আমি দেখতে চাইনা।

জলদ। ঐ জীবনের পথ ছেড়ে তুমি বাঁচতে পারবে বাদল ?

বাদল। আপনি এখান থেকে চলে যান। ভদ্ররূপী শয়তানের সাথে আমি কথা বলতে চাই না।

জলদ। কিন্তু তোমাকে তোমার পথেই চলার জন্য তো আমি থানা থেকে ছাড়িয়ে আনিনি। তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।

বাদল। মানে? [জলদের ইঙ্গিতে পুলিশ অফিসার ঢোকে]

পুঃ অফিসার। ইয়েস স্যার। শালা নড়বড় করছে নাকি? দেব একেবারে মিসায় ঠেলে? পাঁচ সাত বছরের জব্বর ধাক্কা?

জলদ। [হেসে] শুনলে তো?

পুঃ অফিসার। ওঠ বদন, গায়ে হাত লাগাবার আগে সুড় সুড় ক'রে বাইরে যাও। কুইক—।

বাদল। তার মানে, একটা বিরাট ষড়যন্ত্র—একটা বিরাট—

জলদ। উহুঁ, এ রড ওয়ে টু গ্রেট লাইফ। চল।—

সবাই। [চিৎকার করে] না—

জলদ। চল!

[বাদল এবার মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে দাঁড়ায়]

তাপস। চা খেয়ে যাবে না জলদদা?

জলদ। সন্ধ্যেবেলায় আমি তো চা খাইনা।

[বাদলকে নিয়ে প্রস্থান। সবাই দৃশ্য থেকে সরে যাবে]

বাদল। [দর্শকের সামনে এসে] আমাকে জীবনের পথ দেখাতে চাইলেন জলদদা। বাংলাদেশের নামকরা ডাকসাইটে সাংবাদিক। জীবন সম্পর্কে উনি আমাকে জ্ঞান দিতে চাইলেন। জীবনের যে দিক চিনতাম না, উনি চেনালেন। সন্ধ্যেবেলায় চায়ের বদলে উনি আমাকে গ্লাস ধরতে শেখালেন। চওড়া রাজপথ ছেড়ে গলি পথে ঢোকালেন। জীবন—জীবন হল উদ্দাম, প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন—সবকিছুকে ভাঙা, ভেঙে তছনছ করা—। এক নতুন জেনারেশনের স্বপ্ন উনি দেখেন।—যারা জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত—

জলদ। [ঢুকে] ইয়েস—একজাতি, এক প্রাণ, একতা। এক নেতার মহান আদর্শ। জাতিকে যারা খণ্ড বিখণ্ডিত করছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করছে বিজাতীয় চিন্তায়—এবোলিস দেম—তাদের খতম কর।

মাইণ্ড বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম। এরা জীবন দিয়েছিলেন এক অখণ্ড জাতীয়তার জন্য।—বাদল ইউ ব্রাইট ইয়ং চ্যাপ—

বাদল। [পা টলছে] ঠিক আছে, বুঝেছি। কিন্তু পুলিশ যদি একশান নেয় ?

জলদ। পুলিশ একশান নেবে না।

বাদল। পাবলিক যদি তাড়া করে ?

জলদ। তোমার এ্যাকশানে পাবলিক থমকে যাবে, ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাবে।

বাদল। কিন্তু এতে কি কাজ দেবে বলে আপনি মনে করেন ?

জলদ। নিশ্চয়ই দেবে। চারিদিকে একটা বিকারগ্রস্থ আদর্শের জোয়ার, বিজাতীয় ভাবনার প্রবাহ।—সবকিছুকে গুঁড়োতে হবে। এই টাকা-গুলো রাখ।

বাদল। টাকা দিয়ে কি হবে ?

জলদ। টাকার জন্মই তো মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। রেখে দাও, সময় মত কাজে লাগবে।

বাদল। যদি শেষ পর্যন্ত একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি ?

জলদ। তুমি যেখানেই যাও আমি তোমার পিছনে থাকব। আমাকে স্মরণ কর—তোমার পাশে আমাকে পাবে।

বাদল। ঠিক আছে।

[বাদল পকেট থেকে দুটো বোমা বার করে ছুটে বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে বোমা ফাটার শব্দ, হৈ-চৈ-হুল্লোড়।]

কোরাস কণ্ঠ। খুন—হত্যা—সন্ত্রাস—যুগ যুগ জিও। আরও একজন মজুর নিহত—যুগ যুগ জিও। হত্যা—সন্ত্রাস—খুন—যুগ যুগ জিও।

[মাতালের মত বাদলের প্রবেশ]

বাদল। দেখি গুরু, কিছু মাল ছাড়ুন তো।

জলদ। কি হবে ?

বাদল। মাল খাব, বুঝলেন না, মাল দিয়ে মাল খাব। শ্লা ব্রেনটার মধ্যে উকুন ঘিচ্ ঘিচ্ করছে। নিজের হাতে একটা ইউনিয়ন নেতাকে এইমাত্র নিকেশ করলাম।

জলদ। ব্রাভো। তাহলে তো তোমার দাবী মানতেই হয়। এই নাও—।

[টাকা দেয়]

বাদল। [টাকাটা আঙুল দিয়ে ঘসে] টাকার জন্ম মানুষের প্রয়োজন মেটাতে তাই না?

জলদ। কেন? তোমার প্রয়োজন মিছে না? অভাব থাকছে কিছু?

বাদল। আমি সে কথা ভাবছি না। আপনি জীবন দেখাতে আমাকে এ পথে হাতেখড়ি দিয়েছিলেন। সত্যি আপনার দূরদৃষ্টি আছে। আঃ— কি যে হয়েছে আজকাল, মাল ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারি না। সব সময় একটা অস্বস্তি লাগে।

জলদ। জীবন হল ভোগের জন্য। ধর, তোমার এই বয়সটা দশ বছর বাদেই ইচ্ছে করলে তুমি তো আর ফিরে পাবে না। প্রবৃত্তি, বয়সের চাহিদা মেটানো প্রকৃতির ধর্ম। তুমি তো অন্যায় কিছু করছ না।

বাদল। কি জানি, অতসব মাথায় ঢোকে না।

জলদ। সব কাজের ফলাফল হাতে হাতেই পাওয়া যায় না। তুমি যা করছ—দু'বছর বাদে বুঝবে তার মূল্য কত ব্যাপক, কত গভীর।

বাদল। আচ্ছা, আমি কি দেশের কাজ করছি? মানে এই সব খুন খারাবী—

জলদ। নিশ্চয়ই। বিজাতীয়তা, বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে তুমি লড়াই করছো। প্রত্যেকদিন কাগজে তোমাদের জয়গান করে কত কি লেখা হচ্ছে। কিন্তু একথা তুমি আজ কেন জিজ্ঞাসা করছো, বাদল?

বাদল। কি জানি কেন? এই কবছরে 'যুগ যুগ জিও' দু'বার পাল্টালাম। আপনি বল্লেন কাজটা খুব ভালো, প্রয়োজন।

জলদ। ঠিকই বলেছি। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে তুমি আমাকে পাও না?

বাদল। না বললে অন্যায় হবে গুরু। সেদিক দিয়ে সব সময় আপনার আশীর্বাদ এই বান্দা পেয়ে এসেছে। চলি গুরু…অপরাধ ক্ষ্যামা ঘেন্না করে নেবেন। [বাদল প্রস্থান করে আবার একাকী দর্শকের সামনে ফিরে আসে] এই আমি শ্রীমান বাদল সরকার। আমার জীবনকে আলাদীনের যাদুর মত কেমন পাল্টে দেয়া হল। আমাকে আমার বাবা, বোন, দিদির

সংসার থেকে কেড়ে নিয়ে কলকাতার কানাগলির মোড় আগলানো এক ভয়ঙ্কর শয়তান করা হল ; আমাকে মাস্তান করে তিন তলার বাবুরা দিব্যি ভদ্রলোক রয়ে গেলেন, আর আমি দিনের পর দিন—

টুটুল। [ছুটে এসে] আমিও দিনের পর দিন আমার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা কল্পনার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে একটা ঘৃণ্য কদর্য জীবনের জালে জড়িয়ে পড়লাম। কোন মেয়ে চায় ব্যভিচারের জীবন ভোগ করতে ? কোন মেয়ে চায় অপমান, গ্লানি, আর নোংরামীর জীবন ধরে রাখতে ? ওগুলো মিথ্যে, মিথ্যে। আমার ভিতরের মনটাকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করে একটা মিথ্যে নির্লজ্জতার সিম্বল করে তোলা হয়েছে। আমি এ জীবন চাইনি। বিশ্বাস কর তোমরা—আমি এ জীবন কখনও চাইনি।

পুতুল। [এগিয়ে এসে টুটুলকে ধরে] টুটুল…।

টুটুল। হ্যাঁরে দিদি তাই। আমি এই ঘর ছেড়ে—বাবা—তোকে বিজুকে ছেড়ে বারে ক্যাবারের জীবনে কখনও যেতে চাইনি। আমি তোদের ভালবাসি, এই ঘরকে ভালবাসি। এই জীবন নিয়েই আমি জীবনের স্বপ্ন দেখতাম। বিশ্বাস কর দিদি [নাট্যকারকে দেখিয়ে] ঐ লোকটাই আমাকে এমন নীচ, এমন ঘৃণ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে আজ ; ঐ লোকটাই আমার জীবনটাকে এমন বিকৃত করে—

পুতুল। [দৃঢ়ভাবে] আমি জানি টুটুল, আমি সব জানি। আমাদের আসল জীবনকে আড়ালে রেখে এক কাল্পনিক জীবনকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোভ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, যৌনতা, ব্যভিচার ইত্যাদি দিয়ে দেখানো হচ্ছে—সমাজটা এইরকম, এইটাই সত্য। উঃ—আমার যদি ক্ষমতা থাকতো—ঐ মানুষটাকে আমি যদি একবার খুন করতে পারতাম—

বাদল। [গর্জন করে] খুন! খুন আমিই ওকে করব!

শেঠ। [ভীত] আঁ—মার্ডার! পুলিশ বোলাও—পুলিশ—পুলিশ—

[পুলিশ অফিসারের প্রবেশ]

পুঃ অ। আই এ্যাম অলোয়েস এ্যাট ইয়োর সারভিস স্যার। আইন শৃঙ্খলা ভাঙ্গছে কে ? বলুন কাকে ধোলাই দিতে হবে ?

নাট্যকার। আরে না না। তুমি আবার ধুম করে এনট্রান্স নিলে কেন? শীগগির যাও—পাবলিকের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে দাঁড়াবে।

বাদল। হ্যাঁ—যোগাযোগটা পাবলিক বুঝে ফেলবে।

[পুলিশ অফিসারের প্রস্থান]

বাসু। এসব কি? এ্যাঁ? চরিত্রগুলি দেখছি বাস্তব হয়ে উঠছে। রীতিমত বাস্তব। তাজ্জব ব্যাপার।

নাট্যকার। ষ্টপ ইট। তোমাদের দৌড় আমি বুঝেছি। সামান্য সুযোগ পাওয়া মাত্রই অমনি হৈ-হৈ করে আজগুবি গল্প ফেঁদে প্রোপাগাণ্ডা সুরু করেছ। ভেবেছ, এই ধরণের উদ্ভট গরম গরম সিন দেখিয়ে পাবলিককে উত্তেজিত করে আমাদের উপর প্রেসার ক্রিয়েট করবে, তাই না?

যজ্ঞেশ্বর। আপনি এসব ব্যাপারকে উদ্ভট বলছেন?

নাট্যকার। শুধু উদ্ভটই নয়, উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ...একপেশে, বিকৃত, অবাস্তবের চিত্র। প্রকৃত বাস্তবের সাথে এর কোন সংস্রবই নেই।

সর্বেশ্বর। আর বিকৃত পচা দুর্গন্ধময় ব্যভিচার আর অলীক জীবন-ধারাই বুঝি প্রকৃত বাস্তব, তাই না?

নাট্যকার। তুমি কে হে হরিদাস পাল? বেশ ভাষা দিয়ে কথা বলছ?

সর্বেশ্বর। আমি সর্বেশ্বর। আপনার তৈরী চরিত্র, এই পরিবারের কাকা, কুসুমপুর প্রাইমারী স্কুলের টিচার।

নাট্যকার। হুঁ, টিচার। সেই জন্যই জ্ঞান দিচ্ছ?

সর্বেশ্বর। এটা জ্ঞান নয়, অভিজ্ঞান। আপনিই না আমাকে সতের বছর আগে নিঃস্বার্থ, মানবপ্রেমী, দরিদ্র, সংগ্রামী, বিবেকবান মানুষ হিসেবে তৈরী করেছিলেন? আজ আপনার সেই জীবনবাদী চরিত্রটিকে মনে পড়ে না?

নাট্যকার। আমি মনে করতে চাই না। ওটা দুঃস্বপ্ন—হ্যাঁ তাই—। বিকারের ঘোরে এক উত্তেজনার চাপে সে চরিত্র আমি সৃষ্টি করেছিলাম।

সর্বেশ্বর। আজকের আমরা আপনার খুব ঠাণ্ডা মাথার সৃষ্টি তাই না?

নাট্যকার। নিশ্চয়ই। সেদিনের সাহিত্যচিন্তা ছিল আমার ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ। সত্যি কথা বলতে কি—বদ্ধ জলার মধ্যে বন্দী। কিন্তু আজ আমি

বিরাট ব্যাপক একটা জগতের সন্ধান পেয়েছি। আমার বোধ, চিন্তা, যুক্তি এবং সাহিত্যের আদর্শ সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে।

বাদল। সঠিক পথ? খুন জখম, মাতলামী, অবিশ্বাস, ঘৃণা, লোভ এ সব সঠিক পথ?

নাট্যকার। অবশ্যই। তুমি নিজে কেমন, তাই দিয়ে বিচার কর।

বিজন। জীবনে কান্না আর হতাশাই একমাত্র সত্যি?

সর্বেশ্বর। অন্ধকারে অনিশ্চিতের জন্য ছুটে বেড়ানোই সঠিক আদর্শ?

টুটুল। উচ্ছৃঙ্খলা, লাম্পট্য, যথেচ্ছ যৌন সম্ভোগ সঠিক পথ?

যজ্ঞেশ্বর। নিয়তি, দুঃখ, মৃত্যু, সংগ্রামহীনতা এবং অনন্ত যন্ত্রণাই সঠিক জীবন?

বাদল। জবাব দিন।

সর্বেশ্বর। বলুন?

নাট্যকার। না, আমি বলব না। আমার সৃষ্টি একা আমার অনুভূতি। দুনিয়ার কাউকে আমি তার জবাবদিহি করি না।

পুতুল। তুমি ভণ্ড—তুমি শয়তান। জীবনকে তুমি বিকৃত কর কেননা জীবনের মূল অর্থ তোমার কাছে ভয়ঙ্কর। জীবনকে তুমি স্বেচ্ছায় বেপথে নিয়ে যাও, কেননা জীবনের আসল পথ তোমার ভিৎ কাঁপিয়ে দেয়।

বাদল। [আক্রমণের ভঙ্গীতে] তোমার সৃষ্টি পয়সার কাছে বাঁধা। পয়সার ওজনেই তোমার শিল্পের বৈভব। তুমি শিল্পী নও—স্রষ্টা নও—তুমি তোমার মুনাফার প্রভুদের শেকল বাঁধা কুকুর—নির্লজ্জ ফেরিওয়ালা—।

সবাই। হ্যাঁ—ফেরিওয়ালা। [নাট্যকার উচ্চ হাস্য করে ওঠে]

নাট্যকার। [প্রযোজকদ্বয়কে] দেখছেন তো এই বেয়াদপ ক্যারাক্টার-গুলিকে কেটে বাদ দিয়েছি বলে কেমন হৈ হৈ করে প্রলাপ বকছে? এগুলিকে এখন কেমন শ্লোগান শ্লোগান লাগছে না? [চরিত্রগুলিকে] কিন্তু তোমরা তো মৃত। মৃতের আস্ফালন মানুষের চিন্তায় জলের ক্ষণিক বুদ্বুদের মত। আমিই তোমাদের জনক, আমিই তোমাদের মৃত্যুদাতা। হ্যাঁ তোমাদের আমি কনসেশন দিতে পারতাম, কিন্তু সামান্যতেই তোমরা বাস্তবের সর্তে কলঙ্ক দিয়েছ। বেচাল, বেসুরো, প্রশ্নবাদী, বিদ্রোহী চরিত্র সম্পর্কে আমি চিরকাল আপোষহীন। আমি একজন বিভ্রান্তকারীকে নিঃস্বর্তে ক্ষমা করতে পারি

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সম্পর্কে আমি কঠোর হৃদয়হীন। নাউ ইউ ব্লাডি ট্রেটারস, ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট দ্য ষ্টেজ ইমিডিয়েটলি। [দর্শকদের] হ্যাঁ মশাইরা এই সব হুজ্জুতের জন্য ক্ষমা করবেন—। যে নাটক আপনারা দেখতে এসেছেন, সেটা আমরা আবার নতুন করে সুরু করছি। একেবারে প্রথম মানে সেই বার-ক্যাবারের নাচ থেকে। না, না, এবার আর কোন ভুল হবে না। কোন ফাঁকই রাখব না। আরও সূক্ষ্ম, আরও বেঁধে ছেঁদে আকর্ষণীয় করে বিষয় এবং চরিত্রের বিন্যাস করব। [চরিত্ররা নিশ্চুপ। নাট্যকার উচ্চহাস্য করে ওঠে] দেখলে, দেখলে তো? আমার সৃষ্টি থেকে এক কথায় তোমাদের কেমন অসার, অপ্রয়োজনীয় ও অথর্ব করে দিলাম।

তাপস। [কখন একটা পিল খেয়ে প্রচণ্ড বিকারে] বিদায় পৃথিবী, বিদায়। [আবৃত্তির সুরে]

"আই এ্যাম ডাইয়িং—ইজিপ্ট ডাইয়িং
এবস্ দ্য ক্রীমসন লাইফ টাইড ফাষ্ট
এ্যাণ্ড দ্য ডার্ক প্লুটোনিয়াম স্যাডোজ
গ্যাদার ইন দ্য ইভিনিং ব্লাষ্ট।"

[মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে]

জলদ। [ছুটে গিয়ে] তাপস—তাপস একি করলে তুমি?

টুটুল। [চিৎকার করে] দাদা--

সর্বেশ্বর। ওর জন্য কোন দুঃখ নেই, বোধ হয় এমন একটা পরিণতিই ওর এ নাটকে দরকার ছিল।

নাট্যকার। [এগিয়ে গিয়ে] টিমিড ইয়ং জেনারেশন, তুমি পারলে না পা ফেলে আমার চিন্তার সাথে সাথে এগিয়ে আসতে।

"ও ডেথ, দি পোর মেনস ডিয়ারেষ্ট ফ্রেণ্ড। দি কাইনডেষ্ট এণ্ড দি বেষ্ট"। চারদিকে মৃত্যু ছড়ানো। মৃত্যুর কোলে শান্তিতে থাক হে আমার প্রিয় বিশ্বস্ত চরিত্র। তোমাকে চির বিদায় আমি দিচ্ছি না—তোমাকে আবার আমি নতুন রূপে আনব আমার নাটকে। [অন্যান্য চরিত্রদের] একি! তোমরা কেউ এখনও যাও নি? মজা দেখছো শয়তানের দল? [চিৎকার করে] গেট আউট, আই সে গেট আউট—

বাদল। কোথায় যাব আমরা ?

নাট্যকার। জাহান্নামে। আউট—[চরিত্রগুলি যাওয়ার জন্য উইংসের দিকে পা বাড়ায়। একজন দর্শক এই সময় দর্শক আসন থেকে মঞ্চে উঠে আসে]

দর্শক। দাঁড়াও তোমরা। দাঁড়াও।

নাট্যকার। [চমকে] কে ? কে তুমি ?

দর্শক। আমি একজন দর্শক। আমি এদের নিয়ে যাব।

নাট্যকার। নিয়ে যাবে ? কোথায় ?

দর্শক। ওদের ঘরে। হ্যাঁ এতক্ষণে ওরা চিনেছে ওদের ঘর। এস তোমরা। এসো আমার সঙ্গে।

[মঞ্চ থেকে রঙ্গমঞ্চে ধীরে ধীরে সবার প্রস্থান]

বাসু। এ্যাঁ—ক্যারেক্টারগুলো দেখছি অরিজিন্যাল মানুষ হয়ে উঠল। এটা রিয়েল বাস্তব নাকি ? এ্যাঁ।

নাট্যকার। [তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে চিৎকার করে ওঠে] ওহে দর্শক, শোন—শোন, শুনে যাও। নতুন করে আমি যে নাটক শুরু করছি, আমার সৃষ্টির বৃত্ত থেকে তাদের নিয়ে যাবে না ? আমি আরও কঠিন, কঠোর ভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবো, নতুন উপাখ্যানে—এদেরই মত—আমার চিন্তায় রঙে রূপে সজীব করব এই মঞ্চে—পাঁচশ, সাতশ, হাজার রজনী চলবে।

দর্শক। [দর্শকদের মধ্য থেকে] তারাও বিদ্রোহ করবে। দেখে নিও—বার ব'র বিদ্রোহ করবে।

সবাই। হ্যাঁ বিদ্রোহ করবে।

[চরিত্ররা দর্শক জনারণ্যের মধ্য দিয়ে জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। মঞ্চে নাট্যকার ও প্রযোজকদ্বয় বিস্মিত নিঃসার, প্রাণহীনের মত দাঁড়িয়ে। অন্ধকারের বৃত্ত তাদের ধীরে ধীরে ঘিরে ধরে।]

॥ পর্দা পড়ে ॥